জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper : www.epaper.jagobangla.in | /DigitalJagoBangla | /jagobangladigital | /jago_bangla | www.jagobangla.in

চ্যাম্পিয়ন বাংলা

অমৃতসরে অনূর্ধ্ব-১৪ সাব জুনিয়র জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় দিল্লিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হল বাংলা। টিমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস

পারদ-পতন

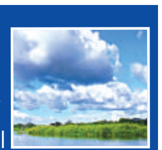

শীতের হালকা আমেজ অনুভূত হতে শুরু করেছে। উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা নামতে শুরু করেছে। পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ দুর্বল হয়ে একটি ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়েছে। যদিও এর তেমন প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে আর থাকছে না

বিশ্বকাপজয়ী রিচাকে পুলিশে চাকরি দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

বিহারের নির্বাচনে প্রবল অশান্তি সন্ধে পর্যন্ত ৬৪.৬৬% ভোটদান

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১৬২ ● ৭ নভেম্বর, ২০২৫ ● ২০ কার্তিক ১৪৩২ ● শুক্রবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 162 ● JAGO BANGLA ● FRIDAY ● 7 NOVEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

সকলের ফর্ম ফিলাপ হলেই তারপর আমি

জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : বাংলার প্রত্যেকটি বৈধ ভোটারের ফর্ম-ফিলাপ সম্পূর্ণ হলেই তারপর ফর্ম-ফিলাপ করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম তোলা নিয়ে বিজেপি-কমিশনের যৌথ চক্রান্তের মাঝেই তিনি বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে স্পষ্ট ভাষায় এ-কথা জানিয়ে দিলেন। বুধবার সকালে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে নির্দিষ্ট বিএলও যান এবং ফর্ম দিয়ে আসেন। এই বিষয়টি নিয়ে কিছু ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়। ঘটনাটি মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আসার পরেই তথ্য সংশোধন করতে তিনি সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দেন। (এরপর ১২ পাতায়)

চক্রান্তের ভুয়ো বিবৃতি

প্রতিবেদন : এসআইআর ফর্ম নিয়ে 'জাগোবাংলা'য় বুধবার মুখ্যমন্ত্রী সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। বুধবার বিএলওদের একটি সংগঠনের তরফে প্রেস বিবৃতিতে যা বলা হয়, বহু মিডিয়া তা প্রকাশ করে। বহু সংবাদমাধ্যমেও খবরটি প্রকাশিত/প্রচারিত হওয়ার ভুলবশত আমরাও সেটি প্রকাশ করি। বিএলওদের ওই সংগঠনের বিবৃতিকে বিশ্বাস করে ভুলটি করে মিডিয়া। পরে জানা যায়, সেটি ভুয়ো প্রেস বিবৃতি। একটি মহল থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে তা ছড়ানো হয়েছিল। সেজন্য আমরা দুঃখিত। কেন, কোন উদ্দেশ্যে ওই সংগঠন মুখ্যমন্ত্রী সংক্রান্ত ওই ভুয়ো বিবৃতি রটালেন এবং তার পেছনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, সেটা এখন স্পষ্ট। বাস্তব বিষয়টি আজ মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী পূর্ণাঙ্গ বিবৃতিতে জানিয়েছেন। তা সবিস্তারে প্রকাশিত হল।

প্রদীপ জ্বালিয়ে কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা। ধনধান্য অডিটোরিয়াম। বৃহস্পতিবার।

আঞ্চলিক ভাষার ছবি গুরুত্ব পাক : মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : সিনেমা পৃথিবীকে এক সূত্রে বাঁধে। মানবতাকে দৃঢ় করে। এর কোনও সীমানা নেই। পৃথিবী একটাই। আমরাও এক। এটাই সিনেমার আসল উদ্দেশ্য। এখানে বিদেশি ছবির সঙ্গে অনেক আঞ্চলিক ভাষা যেমন— বোরো, টুলুর মতো ভাষার ছবিও আছে। অনেকেই হয়তো আঞ্চলিক ভাষা বোঝেন না, কিন্তু তাঁরা হৃদয়ে থাকেন। খুব সুন্দর। এটাই বলি, তোমরা একা নও, পৃথিবী তোমাদের সঙ্গে আছে। বৃহস্পতিবার এভাবেই ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে আঞ্চলিক ভাষায় তৈরি সিনেমার পাশে দাঁড়ানোর ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে উপস্থিত বিদেশি অতিথিদের উদ্দেশ্যে তাঁর আবেদন, বাংলার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ও প্রযোজনায় ছবি হলে সেটা যেমন বাংলার পক্ষে ভাল হবে, একইসঙ্গে বিশ্ব সিনেমার জগতেও ছাপ ফেলবে। এতে সাংস্কৃতিক চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদান হবে। এতে দু'পক্ষই উপকৃত হবে। সেইসঙ্গে তিনি বলেন, সিনেমা পৃথিবীকে এক সূত্রে বাঁধে। মানবতাকে দৃঢ় করে। এর কোনও সীমানা নেই। ৬ নভেম্বর বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়ে গেল ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। চলবে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত। এদিন ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে উৎসবের ঘোষণা করলেন অভিনেতা সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা। যাঁকে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বঙ্গবিভূষণ সম্মান দিয়েছে। একই সঙ্গে এই সম্মান পেলেন প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়।

উপস্থিত ছিলেন দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট অতিথিরা। উৎসব শুরু হয় ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের (এরপর ১২ পাতায়)

বঙ্গবিভূষণ সম্মান। মুখ্যমন্ত্রী তুলে দিচ্ছেন আরতি মুখোপাধ্যায় ও শত্রুঘ্ন সিনহাকে।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ঝরনা

ঝরনা কোথা থেকে নামছে
তার উৎস কেউ জানে না
পাহাড়ের ঝরনাধারা
কারও বাঁধ মানে না।

ঝরনার স্রোতে স্রোতস্বিনী
নদী পাথরের নুড়ি
পাহাড়ের গায়ে স্বর্ণরোদ্দুর
ঝরনার লুকোচুরি।

গা ভাসিয়ে দাও ঝরনার জলে
মুঠো ভরে নাও জল
তৃষ্ণার্ত চাতক ডানা মেলে নামুক
ঝরনা পিপাসার ফল।

ঝরনা তোমার পরিচয় কী?
কোথায় তোমার ঘর?
ঝরনার পথ পাহাড়িয়া গ্রামে
পাহাড়ই আঁতুড়ঘর।।

শিশুসাথীর সাফল্য

প্রতিবেদন : **২০১৩ সালে শুরু হওয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিশুসাথী প্রকল্পে সরকারি খরচে রোগমুক্ত হয়েছে ৬৩ হাজারের বেশি শিশু। এই চিকিৎসায় সরকার প্রায় ৩০০ কোটি টাকা খরচ করেছে। এই প্রকল্পে মূলত জন্মগত হৃদরোগ, ক্লাবফুট, ক্লেফ্ট লিপ/প্যালেট ইত্যাদি দুরারোগ্য অসুখে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেয় সরকার।** (বিস্তারিত ভিতরে)

এসআইআর আতঙ্ক মৃত্যুমিছিল অব্যাহত

প্রতিবেদন : বাংলায় এসআইআর-প্রক্রিয়া চলাকালীন একের পর এক আতঙ্কে মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে দেখা যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার বহরমপুরে ফের আত্মঘাতী এক গরিব মশলামুড়ি বিক্রেতা তারক সাহা। পাশাপাশি ইলামবাজারের পর এসআইআর আতঙ্কে বীরভূমের সাঁইথিয়ার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিমান প্রামাণিকের মৃত্যু হল। তারকের পরিবারের অভিযোগ, এসআইআরে নিজের নাম তোলা নিয়ে আতঙ্কের জেরেই চরম পদক্ষেপ করেন তারক সাহা (৫২)। জানা গিয়েছে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর নাম এবং (এরপর ১০ পাতায়)

মৃত তারক সাহার শোকার্ত পরিবার।

রাজ্য সঙ্গীত স্কুলের প্রার্থনা সঙ্গীতও

প্রতিবেদন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটিকে আগেই রাজ্য সঙ্গীত হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার এই গানটিকে প্রতিটি স্কুলে প্রার্থনা সঙ্গীত হিসেবে বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। রাজ্য সরকার অনুমোদিত প্রতিটি স্কুলের প্রধান শিক্ষককে নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এখন থেকে প্রতিদিন স্কুলের প্রার্থনাসভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানটি বাধ্যতামূলকভাবে গাইতে হবে। রাজ্যের সমস্ত (এরপর ১০ পাতায়)

স্বাগত জানিয়ে পোস্ট ব্রাত্যর

West Bengal Board of Secondary Education
NOTIFICATION

তারিখ অভিধান

২০১৯ নবনীতা দেবসেন

(১৯৩৮-২০১৯) এদিন প্রয়াত হন। কর্কট রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁর এই মৃত্যু। বাঙালির সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক ইতিহাসে নবনীতা দেবসেন কোনও বিচ্ছিন্ন, একক ধারাপাত নন। তাঁর ঐতিহ্যে কবিদম্পতি নরেন্দ্র দেব ও রাধারানি দেবী নিত্য বহমান। তাঁরা নবনীতার বাবা-মা। তিনি যেমন দেশ ও বিদেশের অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের সম্মাননীয় অধ্যাপক, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে রাধাকৃষ্ণন স্মারক বক্তৃতা দিতেন, তেমনই তিনিই আবার সরস বাংলা গদ্যে নিজেকে নিয়ে হাসির ফুলঝুরি ছড়াতেন। কখনও সমকামী বিয়ে নিয়ে লিখেছেন ‘বামাবোধিনী’র মতো উপন্যাস, কখনও বা ‘শীত সাহসিক হেমন্তলোক’। কখনও আবার তুলে এনেছেন চন্দ্রাবতী রামায়ণ, কখনও বা কনটিকের বীরশৈব কবিতা। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ছুটে যাওয়া এই সরস লেখক বাংলা সাহিত্যের আগামী ইতিহাসে ‘নটী নবনীতা’ হিসেবে মনকাড়া এক বিস্ময়চিহ্ন হয়েই থেকে যাবেন।

১৮৬২ বাহাদুর শাহ জাফর

(১৭৭৫-১৮৬২) এদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি শুধু শেষ মুঘল সম্রাট নন, ১৮৫৭-র বিদ্রোহী সিপাহিদের প্রেরণা। তাই এদিন ভোর পাঁচটায় তিনি মারা যাওয়ার পরই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিন্দুমাত্র সময় নষ্ট করেনি। মায়ানমারের ইয়াঙ্গন শহরের একটা নির্জন একটেরে গলি জি ওয়াকাওয়া স্ট্রিটে সেদিন বিকেল ৪টেয় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। ঘটনাচক্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মায়ানমার যখন জাপানি সেনার অধিকারে, তখন এই কবরের মাঠেই এতকিছু না জেনেই তাঁবু ফেলেছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের মেয়েদের ‘ঝাঁসির রানি’ ব্রিগেড।

১৯২৩ অশ্বিনীকুমার দত্ত

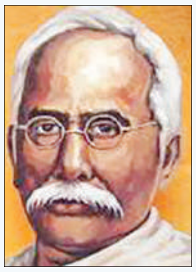

(১৮৫৬-১৯২৩) এদিন কলকাতায় মারা যান। বরিশালের মুকুটহীন সম্রাট, আধুনিক বরিশালের রূপকার, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ও শিক্ষানুরাগী মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত। ১৯০৫-’০৮ সাল পর্যন্ত বরিশালে অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন গড়ে উঠে তা বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে স্বদেশবান্ধব সমিতি শহরে ও গ্রামে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করত। এই সমিতির কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য সরকার অশ্বিনীকুমার-সহ ৯ জন নেতাকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আইনে গ্রেফতার করে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়। ১৯১০ সালে কারামুক্তির পর তিনি জেলা স্বদেশবান্ধব সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। সমিতির পক্ষ থেকে প্রচারক পাঠিয়ে তিনি গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, সংক্রামক রোগে আক্রান্ত গ্রামে প্রয়োজনীয় ওষুধ ও পথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। ১৯২২ সালে তিনি ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ।

১৮৮৮ স্যার সি ভি রমন

(১৮৮৮-১৯৭০) এদিন তিরুচিরাপল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। এশিয়ায় পদার্থবিদ্যার প্রথম নোবেল আনেন কলকাতাবাসী এই বিজ্ঞানী। ২৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৮। চন্দ্রশেখর চমকে উঠেছিলেন তাঁর পরীক্ষার ফলে। রঙিন আলো কোনও তরলে প্রবেশ করলে তার যে অংশ বিচ্ছুরিত হয় সেটার চরিত্র ভারি অদ্ভুত। রমন এফেক্ট। পদার্থকণা ইলেকট্রন থেকে ইলেকট্রনিক্স। একই ভাবে আলোর কণা ফোটন ব্যবহারকারী প্রযুক্তি ফোটনিক্স। এই শাস্ত্রকে আজও নতুন পথ দেখাচ্ছে রমন এফেক্ট। অপটিক্যাল ফাইবার মারফত দূরযোগাযোগ কিংবা ইন্টারনেটে সুপার হাইওয়ে-র মূলে রমনের গবেষণা। এই গবেষণা তিনি করেছিলেন এখন কলকাতার বউবাজারে যেখানে গোয়েঙ্কা কলেজ অবস্থিত, সেখানে।

১৮৫৮ বিপিনচন্দ্র পাল

(১৮৫৮-১৯৩২) এদিন শ্রীহট্টের পৈলে জন্মগ্রহণ করেন। দেশনেতা ও বিশিষ্ট বক্তা। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর অনলবর্ষী বক্তৃতা শুনে সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার যুবক স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁকে ভারতের ‘বিপ্লবী চিন্তাধারার জনক’ বলে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি ‘স্বরাজ’ ও ‘বন্দে মাতরম’ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। দারিদ্র ও বেকারত্ব দূরীকরণে স্বদেশি চিন্তাধারায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করায় তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি ছিলেন নারীমুক্তির স্বপ্নদ্রষ্টা। একজন বিধবাকে বিয়ে করায় সমাজচ্যুত হতে হয় তাঁকে।

কর্মসূচি

■ এসআইআর চালু হওয়ায় উত্তরপাড়া পুর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বাংলার ভোটাধিকার রক্ষার্থে বাংলার ভোটরক্ষা শিবির করতে দেখা যায়। এরকম একটি শিবিরে বৃহস্পতিবার দেখা গেল পুরপ্রধান দিলীপ যাদব, শহর তৃণমূল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, জেলা যুব সহ-সভাপতি তথা কাউন্সিলর অর্ণব রায়-সহ অন্য কাউন্সিলরদের।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৪৯

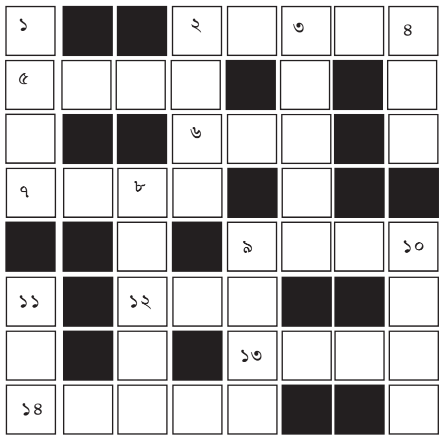

পাশাপাশি : ২. বদল ৫. আসা-যাওয়া ৬. দম্পতিবিষয়ক ৭. অতি অস্থির বা উৎকণ্ঠিত ৯. পরিচিত ১২. একটি বিশেষ সবজির নাম ১৩. ঠক ১৪. চিঠিতে বন্ধুতা।

উপর-নিচ : ১. সংকলনের ফলে প্রাপ্ত রাশি ২. প্রত্যর্পণ, ফেরত ৩. ইমারত সৌধ প্রভৃতি নির্মাণের শিল্প ৪. —ন তস্থৌ ৮. ভূ-সম্পত্তি ৯. চাপরাশি, পিওন ১০. অনুবাদ ১১. প্রকৃতি, স্বাভাবিক অবস্থা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৪৮ : পাশাপাশি : ১.অম্বুদ ৩. চন্দ্রকোশ ৫. প্রকৃতিকৃপণ ৭. বরদা ৮. পরীক্ষা ১০. আলোকবিহীন ১২. হস্ত্যাজীব ১৩. নষ্টামি। **উপর-নিচ :** ১. অসম্ভব ২. দত্তাপ্রদানিক ৩. চলতি ৪. শরণ ৬.কৃতাপনয়ন ৯. ক্ষারভূমি ১০. আগ্রহ ১১. বিভব।

৬ নভেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২১১০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১২১৭০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১১৫৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১৪৯৫০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১৪৯৬০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৬০	৮৬.০০
ইউরো	১০৩.৭২	১০১.৬৩
পাউন্ড	১১৭.৬২	১১৫.১১

নজরকাড়া ইনস্টা

■ অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

■ দিশা পাটানি

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

7 November, 2025 • Friday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনের খণ্ডচিত্র

সম্পাদকীয়

7 November, 2025 • Friday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছিঃ বিজেপি

বিজেপি কেন দেশবিরোধী, বাংলাবিরোধী, সংস্কৃতিবিরোধী, ঐতিহ্যবিরোধী তা নিজেরাই স্পষ্ট করে দিল। কনটিকের বিজেপি সাংসদ বিশ্বেশ্বর কাগেরি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলছেন, দেশের জাতীয় সঙ্গীত জনগণমন লেখা হয়েছিল ব্রিটিশ আধিকারিকদের স্বাগত জানাতে। এখানেই থামেননি এই অতি শিক্ষিত সাংসদটি। তিনি বন্দে মাতরমকে জাতীয় সঙ্গীত করার দাবি তোলেন। আসলে ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ হলে এই ধারণাই তৈরি হয়। আর এই কারণেই বিজেপিকে স্বাধীনতার আগে বলা হত ব্রিটিশদের দালাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১১ সালের ১১ ডিসেম্বর ‘ভারত ভাগ্যবিধাতা’ রচনা করেন। এরপরেই পঞ্চম জর্জ ভারতে আসেন। কিন্তু গানটি প্রথম গাওয়া হয়েছিল ২৮ ডিসেম্বর কংগ্রেস অধিবেশনে। ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা দিবসেও গানটি গাওয়া হয়। কিছু কিছু মানুষ রবীন্দ্রনাথকে কলুষিত করতে গিয়ে জনগণমন তৈরির উদ্দেশ্যের মিথ্যা চক্রান্তমূলক ব্যাখ্যা করেন। যদিও রবীন্দ্রনাথ সব সংশয় দূর করে বলে গিয়েছিলেন, এ-গান ব্রিটিশদের জন্য নয়। যিনি ব্রিটিশদের দেওয়া নাইট উপাধি হেলায় ফেলে দিতে পারেন, তাঁকে কলুষিত করার চেষ্টা স্বাধীন ভারতেও অব্যাহত। এটাই বিজেপির আসল মুখ। ইতিহাস বিকৃতি, মিথ্যাচার, বাংলা বিরোধিতা— এদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তৃণমূল কংগ্রেস আজ সারাদিন এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হবে।

e-mail থেকে চিঠি

পার্থক্যটা স্পষ্ট হচ্ছে রোজ

দারিদ্র্যপীড়িত ভারতের বুকে এমন অনন্য সাফল্য অর্জন করতে পারে একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস। মেয়েদের শিক্ষা ও রোজগারের ক্ষেত্রে স্বনির্ভর করার জন্য বহু সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সফল রূপায়ণ। কোনও গেরুয়াধারী সনাতনী রামরাজ্যের স্বপ্ন ফেরিওয়ালাদের পক্ষে একাজ সম্ভব নয়। আসামে মোদি অনুরাগী বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী যখন রাজ্য থেকে মুসলিম তাড়ানোর প্রতিজ্ঞা করছেন তখন পশ্চিমবঙ্গে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্য হল রাজ্য থেকে দারিদ্র ও বেকারত্ব বিতাড়ন করে জীবনমানের উন্নতির বিচারে পশ্চিমবঙ্গকে বিশ্বের যেকোনও উন্নত দেশের সমকক্ষ করা। ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ব্যাপারীদের সঙ্গে মা-মাটি-মানুষের সরকারের এখানেই পার্থক্য। গোটা রাজ্যের প্রতিটি গ্রামে-মহল্লায় কোথায় কেমন অবস্থায় আছে তার সন্ধান পাওয়াই দুরূহ কাজ। আশা কর্মী, সরকারি কর্মীরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ঘরে ঘরে গিয়ে খুঁজেছেন দরিদ্রদের। তারপর তাদের রোজগার, বাসস্থান, স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা হয়েছে। তাদের রেশন কার্ড, আধার কার্ড দেওয়া হয়েছে। বহুমুখী প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের সবদিক থেকে সহায়তা দিয়ে উন্নততর জীবনে টেনে তোলা হয়েছে। শুধু আকাশচুম্বী বাড়ি বা ঝাঁ-চকচকে রাস্তা নয়, গুটিকতক শতকোটিপতির হাতে যাবতীয় সম্পদের কেন্দ্রীভবন নয়, পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের মডেল হল সব মানুষকে নিয়ে একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়া। একটি সহানুভূতিশীল, মানবিক ও কল্যাণমুখী সমাজই প্রকৃত উন্নত সমাজ। এই লক্ষ্যে কিছু মাপকাঠিতে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় গড়কে পেছনে ফেলে দিয়েছে। প্রসূতি মৃত্যু, শিশু মৃত্যু, সাক্ষরতার হার, বহুমাত্রিক দারিদ্র্য ইত্যাদিতে পশ্চিমবঙ্গ বাকি রাজ্যগুলির তুলনায় অনেকটা এগিয়ে। রাজ্যে সরকার শুধু আজকের সমস্যার সমাধান করছে না, আগামীর সম্ভাব্য সমস্যা নিরসনেরও আগাম পরিকল্পনা করে চলেছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সত্যিকারের এক উন্নত সমাজ উপহার দেবার কথা মাথায় রেখে কাজ করছে। এটাই আসলে ‘বেঙ্গল ফাইলস’। বিবেক অগ্নিহোত্রীদের যেকথা জানা নেই, জানার চেষ্টাও নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ডায়াবেটিস মোকাবিলায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। টাইপ-১ ডায়াবেটিস মোকাবিলায় রাজ্যের উদ্ভাবনী ‘বেঙ্গল মডেল’ এখন বিশ্ব জুড়ে স্বীকৃত— একটি আদর্শ ও অনুসরণযোগ্য মডেল হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে আন্তজাতিক মহলে। হার্ভার্ড মেডিক্যাল স্কুল-এর সহযোগী অধ্যাপক Gene Bukhman এসএসকেএম হাসপাতাল পরিদর্শনকালে এই প্রকল্পের উদ্ভাবনী পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন।

—ইন্দ্রনাথ পাইন, সুরি লেন, কলকাতা ১২

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বিজেপি-শাসিত ভারতে দলিত-বিদ্বেষ মাত্রাছাড়া

নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহের বিকশিত ভারতে, আতঙ্কবাদী নয়, ‘জাতঙ্কবাদী’দের হাতে আইনের রাশ, প্রশাসনের লাগাম। সমাজে দলিতদের জন্য রয়ে গিয়েছে বৈষম্যের অজস্র দেওয়াল তুলছে বিজেপি জমানা। শুধুমাত্র দলিত রাষ্ট্রপতি নিয়োগ, আম্বেদকরের মূর্তি নির্মাণ, ভোটপ্রচারে গিয়ে দলিত বাড়িতে দুপুরের খাওয়া খেলেই ‘দলিত বিকাশ’ হবে না, সেটা স্পষ্ট। লিখছেন **অনির্বাণ সাহা**

গত ১৫ অক্টোবর ঘটনা। জন্মদিন ছিল অনিকেতের। অনিকেত মানে দলিত পরিবারের সন্তান অনিকেত জাটভ। দলিত হয়েও কেক কেটে জন্মদিন পালন করার, সোশ্যাল মিডিয়ার স্টেটাসে সেই ছবি শেয়ার করার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন তিনি।

ওই রাতে বাড়ির কাছেই একটি জমিতে জন্মদিনের কেক কাটছিলেন তিনি। অভিযোগ, সেই সময়েই লোহার রড এবং হকি স্টিক নিয়ে অনিকেতের উপর হামলা করে একদল ‘উচ্চবর্ণের’ যুবক। নৃশংস মারের সঙ্গে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়, ‘তেরা অওকাত কেয়া হ্যায়?’ ওই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন এক আত্মীয় সুমিত। রেহাই পাননি তিনিও। যদিও আক্রমণকারীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল অনিকেত। মারধরের পর আধমরা, রক্তাক্ত অনিকেত ও সুমিতকে ঝোপের ধারে ফেলে রেখে যায় উচ্চবর্ণের লাঠিয়ালরা। পরে তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সুমিত বেঁচে গেলেও আর ফেরা হল না অনিকেতের। দলিত পরিবারের সন্তান হয়ে কেক কেটে জন্মদিন পালনের অপরাধে খুন হলেন অনিকেত। নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহের বিকশিত ভারতে, আতঙ্কবাদী নয়, ‘জাতঙ্কবাদী’দের হাতে।

অনিকেতের ঘটনাটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়— এটাই ভারতের এক গোপন, কিন্তু নির্মম সত্য। কাগজের পাতায়, জেলার হাজারো খবরের ভিড়ে লুকিয়ে থাকে এরকম অসংখ্য ঘটনা। একবার ফিরে তাকালেই দেখা যাবে গত কয়েক বছরে বিভিন্ন সময়ে আমরা এরকম কতশত খবর দেখেছি। ‘দলিত যুবককে ঘোড়ায় চড়ার কারণে মারধর’, ‘দলিত বরের ডিজে বাজানোয় বাধা’, ‘স্কুলে দলিত ছাত্রের জন্য আলাদা থালা’, ‘কুয়ো থেকে জল তুলতেই মারধর’... এরকম নানান হেডিং আমরা দেখি। কখনও পড়ি। কখনও পাশ কাটিয়ে চলে যাই বড়মাপের কোনও চটকদার খবরের টানে। এক মুহূর্ত হয়তো ভাবি কিংবা ভাবি না। তারপর ভুলে যাই। অবচেতনে আমাদের মধ্যে জন্ম নেয় একটা ধারণা— মোদি-শাসিত, বিজেপি-শাসিত ভারতে দলিত ঘরে জন্মালে স্বপ্ন দেখাটাও অপরাধ।

সংবিধানের পাতায় সমতার কথা লেখা থাকলেও বাস্তবে সমাজে দলিতদের জন্য রয়ে গিয়েছে বৈষম্যের অজস্র দেওয়াল। নাম, বাড়ি, পোশাক, খাবার, পানীয় জল, মন্দিরে প্রবেশ, স্কুলে বসার জায়গা— এ-সবই দলিতদের জন্য আজও অনেক জায়গায় ‘বিনা অনুমতিতে স্বাধীনতা ভোগ’ করার শামিল। একের পর এক ঘটনা ঘটে— দু’মাস, দু’বছর বা ২০ বছর আগে। কখনও কখনও তারও আগে। শুধু তারিখ আর স্থান বদলায়, উচ্চবর্ণের আধিপত্য, দমন, অপমান এবং প্রশাসনের নীরবতা একই থাকে। একই থাকে ক্ষমতার কাঠামোও। মোদির ভারতেও।

বিজেপি শাসনাধীন ভারতের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে একটা অতিপরিচিত স্ক্রিপ্ট হল ভোটপর্বের ‘মরশুমি ভালবাসা’। নির্বাচনের সময় অমিত শাহ আর মোদির দলিত দরজায় কড়ানাড়া আর ভোট মিটলেই সেই দরজা বন্ধ করে দেওয়া। পরের ভোট পর্যন্ত তাঁদের অস্তিত্ব ভুলে থাকা। বছরের পর বছর এই একই দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে প্রশ্ন জাগে, গেরুয়া পার্টির ভালবাসা ‘মরশুমি’ থেকে কবে ‘প্রাতিষ্ঠানিক’ হয়ে উঠবে?

আম্বেদকরের স্বপ্ন ছিল— শিক্ষাই হবে মুক্তির পথ। কিন্তু বাস্তবের ক্লাসরুমে আজও কোথাও কোথাও দলিত ছাত্রদের আলাদা বসানো হয়। মিড-ডে মিল দেওয়া হয় আলাদা থালায়। এ যেন অস্পৃশ্যতার একটা আধুনিক রূপ। যে স্কুল ভবিষ্যতের নাগরিক গড়ে তোলে, সেই স্কুলেই যদি বৈষম্যের পাঠ দেয়— তবে সমাজে পরিবর্তন কোথা থেকে আসবে? শুধু স্কুল নয়, বৈষম্য রয়েছে উচ্চশিক্ষাতেও। এবং ভীষণ সূক্ষ্মভাবে। তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ— রোহিত ভেমুলা। বছর সাতাশের রোহিত বিজ্ঞানের শাখায় গবেষণা করতেন দেশের অন্যতম নামজাদা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে। লক্ষ্য ছিল, শুধু পিএইচডি ডিগ্রি নয়, বিজ্ঞানমনস্কতা দিয়ে এই দুনিয়াটা কিছুটা পাল্টে দেওয়া। কিন্তু তার আগেই দিনবদলের আকাঙ্ক্ষার মাশুল দিতে হয় রোহিতকে। আত্মহত্যার আগে চিঠিতে রোহিত লিখেছিলেন, ‘একজন মানুষের মূল্য এখন গিয়ে ঠেকেছে তাঁর পারিবারিক পরিচয়ে, ভোটে, একটা নম্বরে, একটা বস্তুতে। কাউকে তাঁর মন দিয়ে বিচার করা হয় না।’

রোহিত ভেমুলার ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গত ৭ অক্টোবর চণ্ডীগড়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় আইপিএস অফিসার ওয়াই পূরণের দেহ। মাথায় সার্ভিস রিভলভার ঠেকিয়ে ট্রিগারে চাপ দিয়েছিলেন হরিয়ানা পুলিশের এই এডিজি। ‘আত্মঘাতী’ পুলিশ আধিকারিকের ঘর থেকে উদ্ধার হয় আট পাতার চিঠি। সেই সুইসাইড নোটে ১০ জন পুলিশকর্তার নাম রয়েছে। চিঠিতে লেখা, ‘নিচু জাত’ বলে কর্মক্ষেত্রে ক্রমাগত মানসিকভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন তিনি। সেই সুইসাইড নোটে ১০ জন পুলিশকর্তার নাম রয়েছে। চিঠিতে লেখা, ‘নিচু জাত’ বলে কর্মক্ষেত্রে ক্রমাগত মানসিকভাবে অত্যাচারিত হয়েছেন তিনি। নিজের ডিপার্টমেন্টেও ‘অচ্ছুত’ করে রাখা হত তাঁকে। একজন আইপিএস অফিসারের এই অবস্থা হলে, সাধারণ দলিতদের কথা সহজেই অনুমেয়।

একটি রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, ২০২২ সালে সারা দেশে তফসিলি জাতিভুক্ত মানুষের উপর হামলা-নিগ্রহের মোট ৫২,৮৬৬টি ঘটনা পুলিশে নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে শুধুমাত্র ডবল ইঞ্জিন-শাসিত রাজ্য উত্তরপ্রদেশেই এমন নথিভুক্ত ঘটনার সংখ্যা ১২,২৮৭।

শুধুমাত্র দলিত রাষ্ট্রপতি নিয়োগ, আম্বেদকরের মূর্তি নির্মাণ, ভোটপ্রচারে গিয়ে দলিত বাড়িতে দুপুরের খাওয়া খেলেই ‘দলিত বিকাশ’ হবে না। এই সহজ সত্যিটা বুঝিয়ে দিয়েছেন মোদি, যোগী, শাহ।

আইন যদি সুরক্ষা দিতে না পারে, তাহলে সন্ত্রাস স্বাভাবিক হয়ে যায়। মোদির ভারতে সেটাই হচ্ছে। সত্যিকারের ‘দলিত বিকাশ’ এদেশে ক্রমশ মিথে পরিণত হচ্ছে। আর কে না জানে, মিথ মিথ্যারই নামান্তর।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার সহবাস ও ২ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ। হাড়োয়ায় গ্রেফতার অভিযুক্ত যুবক সাবির হোসেন (২২)। ৩ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ

শিল্পের জন্য নিবেদিত প্রাণ এমন মুখ্যমন্ত্রী দেশে সত্যি বিরল, বললেন দুই বঙ্গবিভূষণ

■ কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। রাজ্যের সর্বোচ্চ সম্মান বঙ্গবিভূষণ পেলেন আরতি মুখোপাধ্যায় ও শত্রুঘ্ন সিনহা। অনুষ্ঠানের মাঝে আরতির সঙ্গে বিশেষ মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী। ডানদিকে মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য রাখছেন অভিনেতা-সাংসদ। বৃহস্পতিবার।

প্রতিবেদন : দেশের প্রখ্যাত অভিনেতা-সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা এবং কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী আরতি মুখোপাধ্যায়কে রাজ্য সরকারের তরফে বঙ্গবিভূষণ সম্মান দেওয়া হল। ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী মঞ্চে এই সম্মান পেয়ে আপ্লুত দুই মহাতারকা। সম্মান প্রদানের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আরতি মুখোপাধ্যায় এবং শত্রুঘ্ন সিনহাকে বঙ্গবিভূষণ দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত গর্বিত। আরতি মুখোপাধ্যায় আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন। আমরা কিছুই দিতে পারিনি। মুখ্যমন্ত্রী একথা বলার মাঝেই উঠে দাঁড়িয়ে কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী বলেন, আমি অত্যন্ত ভালবেসে এই পুরস্কার গ্রহণ করেছি। একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, আর কোনও মুখ্যমন্ত্রীকে দেখিনি এভাবে সঙ্গীতের জন্য, সঙ্গীতের সঙ্গে জড়িত মানুষদের জন্য এত ভাবেন, তাঁদের সমস্যা মেটান, তাঁদের কাছে যান, তাঁদের সঙ্গে থাকেন। তিনি যে কাজ করছেন, করে যাচ্ছেন, করে চলেছেন তা কেউ কখনও আগে দেখেনি, এর পরেও দেখবে না। মানুষ তাঁকে মনে রাখবে তাঁর কাজের জন্য, তাঁর ভালবাসার জন্য, শিল্পের জন্য, ভালবাসার জন্য, গানের জন্য। আমি যখন এই পুরস্কার নিচ্ছিলাম তখন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম। মুখ্যমন্ত্রীও পাল্টা বলেন, তুমি ভাল থেকো আরতিদি। আমরা তোমার গান সারা জীবন মনে রেখেছি, মনে রাখব। 'বন্য বন্য এ অরণ্য ভাল।'

শত্রুঘ্ন সিনহা বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই সর্বোচ্চ সম্মান পেয়ে আমি আপ্লুত। আমার কাছে তিনি আমার নেত্রী। শুধু তাই নয়, আমি বহুবার বলেছি, আবার বলছি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের ডায়নামিক লিডার। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আর কলকাতা আমার প্রাণের জায়গা। বিশেষ অতিথি হিসেবে শত্রুঘ্ন সিনহা সিনহা এদিন চলচ্চিত্র উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের ঘোষণা করেন।

যানজট কাটাতে স্থায়ী সমাধান কেএমডিএ'র

প্রতিবেদন : চিংড়িঘাটা মোড়ে যানজটের সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বড় পদক্ষেপ নিচ্ছে কেএমডিএ। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে সায়েন্স সিটি অভিমুখী গাড়ির চাপ সামাল দিতে শান্তিনগর খালের উপর নতুন একটি কংক্রিট সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বর্তমান সরু সেতুর পাশেই তৈরি হবে এই নতুন সেতু, যা ক্যাপ্টেন ভেড়ি পর্যন্ত বিস্তৃত হবে বলে কেএমডিএ সূত্রে জানা গিয়েছে। ইএম বাইপাসের ওই অংশটি দীর্ঘদিন ধরেই যানজটের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। শান্তিনগর খালের উপর থাকা সেতুটি এতটাই সরু যে পিক আওয়ারে প্রায়ই যানবাহন চলাচল ব্যাহত হয়। তার উপরে

চিংড়িঘাটা ক্রসিং

সেতুর মুখেই রয়েছে একটি বাসস্টপ, যেখানে যাত্রী ওঠানামার সময় গাড়ির গতি আরও কমে যায়। ফলে নিয়মিত অফিস সময়ে এই এলাকায় তৈরি হয় দীর্ঘ যানজট।

এই সমস্যা মেটাতে কেএমডিএ নতুন সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, সেতুর মুখে থাকা বর্তমান বাসস্টপটিও সরিয়ে নতুন জায়গায় স্থানান্তর করা হবে, যাতে যানবাহনের গতি বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

কেএমডিএ-র এক আধিকারিক বলেন, সল্টলেক থেকে সায়েন্স সিটি পর্যন্ত রাস্তায় যানবাহনের গতি স্বাভাবিক রাখতে এই প্রকল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন সেতুটি তৈরি হলে ওই অঞ্চলের যানজট অনেকটাই কমবে। সব মিলিয়ে, ইএম বাইপাসের অন্যতম ব্যস্ততম চিংড়িঘাটা মোড়ে স্বস্তির বাতাস বইতে চলেছে কেএমডিএ-র এই নতুন উদ্যোগে।

আজ থেকে অনলাইনে এনুমারেশন ফর্ম

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার থেকে অনলাইনেও ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর জন্য এনুমারেশন ফর্ম পাওয়া যাবে। জানিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন। তাদের ওয়েবসাইটে গেলে ফর্মের লিঙ্ক মিলবে। এ ছাড়া, কমিশনের অ্যাপেও মিলবে ফর্ম। বিএলও-রা রাজ্য জুড়ে মঙ্গলবার থেকে এনুমারেশন ফর্ম বিলি করা শুরু করেছে। কমিশন জানিয়েছে, যাঁরা বিএলওদের কাছ থেকে সশরীরে ফর্মটি নিতে পারছেন না, তাঁরা অনলাইনে ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে পারেন। কর্মসূত্রে যাঁরা বাইরে থাকেন, তাঁদের জন্য এই ব্যবস্থা। মঙ্গলবার থেকেই অনলাইনে এনুমারেশন ফর্ম পূরণ চালু হয়ে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে তা সম্ভব হয়নি। বুধবার অনলাইনে ফর্ম পাওয়ার দিন ঘোষণা করা হল।

সম্পর্কে অশান্তি আত্মঘাতী যুবক

প্রতিবেদন : সম্পর্কের টানাপোড়েনে শহরে আত্মঘাতী যুবক। বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকুরিয়ার এক অভিজাত আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হল পচাগলা দেহ। মৃতের নাম শুভাশিস চক্রবর্তী। পাওয়া গিয়েছে একটি সুইসাইড নোটও। সেখানে লিভ-ইন-পার্টনারের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েনের উল্লেখ রয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বছর তিনেক আগে চাকরি হারিয়েছিলেন শুভাশিস। তারপর থেকে লিভ-ইন-পার্টনারের বেতনেই চলত সংসার। কিন্তু সেই থেকেই ঝামেলার সূত্রপাত। শনিবার অশান্তির জেরে লিভ-ইন-পার্টনার ফ্ল্যাট ছেড়ে নিজের বাড়ি চলে যাওয়ার পরই গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন ওই যুবক। ইতিমধ্যেই লিভ-ইন-পার্টনারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে লেক থানার পুলিশ।

■ মন্ত্রী তথা টালিগঞ্জের বিধায়ক অরূপ বিশ্বাসের নির্দেশে ১১১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সন্দীপ দাসের উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে 'বাংলার ভোট রক্ষা শিবির'-এর মডেল ক্যাম্প। এভাবেই সাজিয়ে তোলা হচ্ছে অন্যান্য ওয়ার্ডের ক্যাম্পগুলি।

আতঙ্ক কাটাতে অভিনব উদ্যোগ নিলেন কাউন্সিলর

সংবাদদাতা, বারাসত : তালিকায় নাম আছে কি না এই নিয়ে যখন চিন্তিত মানুষ, ঠিক তখনই নিজের এলাকার বাসিন্দাদের পাশে দাঁড়ালেন বারাসত পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা দেবব্রত পাল। তাঁর ওয়ার্ডের ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে থাকা সকল ভোটারের নাম সহ সমস্ত তথ্য বড় বড় করে ফ্লেক্স আকারে ছাপিয়ে টাঙিয়ে দিলেন ওয়ার্ডের বিভিন্ন জনবহুল মোড়ে মোড়ে। ফলে কাউকে তাঁর ভোটার তালিকার নাম ও ক্রমিক সংখ্যা খুঁজতে ওয়েবসাইট ঘাঁটতে

হচ্ছে না। তাঁরা ফ্লেক্সের ছবি তুলে নিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে পুরপিতা দেবব্রত পাল জানান, আমাদের দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই এসআইআর পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁদের নির্দেশকে মান্যতা দিতে এই উদ্যোগ নিয়েছি।

এসআইআর

অনেকক্ষেত্রেই ওয়েবসাইট খোলাও যাচ্ছে না। ফলে মানুষের মধ্যে একটা ভয়, সংশয় কাজ করছে। এইসব সমস্যা থেকে ওয়ার্ডবাসীকে নিষ্কৃতি দিতে প্রতিটি পার্টে আলাদা আলাদা করে ২০০২ এর ভোটার লিস্ট-সহ বিএলওদের এর নাম ও মোবাইল নম্বর, বিএলএ-২ দের নাম ও মোবাইল নম্বর ছাড়াও এলাকার দলীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূল কর্মীদের নাম ও নম্বর দিয়ে ফ্লেক্স ছাপিয়ে টাঙিয়ে দিয়েছি।

তৃণমূল কর্মী খুনে দোষী সাব্যস্ত ৮ বামকর্মীর আজ সাজা ঘোষণা

সংবাদদাতা, হুগলি : অবশেষে মিলল বিচার। ছেলের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার দিন খুন হতে হয়েছিল তৃণমূল কর্মী ক্ষুদিরাম হেমব্রমকে। পনেরো বছর পর মিলতে চলেছে বিচার। এই ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছে আটজন বামকর্মী। আজ তাঁদের সাজা শোনাবে চুঁচুড়া আদালত। ২০১০ সালের ১৮ মার্চ গুড়াপে খুন হয়েছিলেন তৃণমূল কর্মী ক্ষুদিরাম হেমব্রম। মাঠে কাজ করে বন্ধু তপন রুইদাসের বাড়ি গিয়েছিলেন ক্ষুদিরাম। তারপর আর বাড়ি ফেরেননি। পরদিন নদীর পারে বস্তাবন্দি মৃতদেহ উদ্ধার হয় তাঁর। রাজনৈতিক কারণে ক্ষুদিরাম হেমব্রমকে কুপিয়ে খুন করে নদীর পাড়ে পুঁতে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

গুড়াপ থানার পুলিশ দশজন সিপিআইএম কর্মীকে গ্রেফতার করে। বারো জন সাক্ষী দেন এই মামলায়। বিচার পর্ব চলার সময় দুই অভিযুক্তের মৃত্যু হয়। আটজন জামিনে ছাড়া পেয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করেন চুঁচুড়া আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক সঞ্জয় কুমার শর্মা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বালি পাচার মামলার তদন্তে এই প্রথম ইডির জালে এক ব্যবসায়ী। বৃহস্পতিবার হাওড়ার বালি থেকে অরুণ শ্রফ নামে ওই ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে

শিশুসাথী প্রকল্পের খতিয়ান পেশ মুখ্যমন্ত্রীর

খরচ ৩০০ কোটি, ১২ বছরে রোগমুক্ত হল ৬৩ হাজার শিশু

প্রতিবেদন : প্রতিদিন বিভিন্নরকমের জন্মগত রোগ নিয়ে বহু শিশু পৃথিবীতে আসে। কারও হৃদযন্ত্রের সমস্যা, কারও অসুখ স্নায়ুতন্ত্রে। একেবারে শুরুতেই সময় থাকতে থাকতে সেইসব রোগের চিকিৎসা না করালে পরবর্তীকালে তাদের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন উঠে যায়। সাধারণত, এইসব জন্মগত রোগের চিকিৎসায় খরচের পরিমাণ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। তবু বাবা-মায়েরা যতই কষ্ট হোক না কেন, সেই টাকা জোগাড় করে সদ্যোজাত সন্তানের চিকিৎসা করান। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলায় তৃণমূল সরকারের সামাজিক প্রকল্প 'শিশুসাথী'র আওতায় শিশুদের এইসব দুরারোগ্য জন্মগত রোগের চিকিৎসা হয় সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে শুরু হওয়া এই প্রকল্প বর্তমানে নতুন মাইলফলক ছুঁয়েছে।

গত ১২ বছর ধরে সরকারি খরচে চিকিৎসার মাধ্যমে হৃদরোগ বা স্নায়ুতন্ত্রের অসুখ সারিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৬৩ হাজারের বেশি শিশু। এক্স হ্যান্ডেলে 'শিশুসাথী' প্রকল্পে এই সাফল্যের কথা জানিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিশুদের জন্য সবসময় সেরা স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সেই লক্ষ্যেই ২০১৩ সালে ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগ হিসেবে চালু হয়েছিল 'শিশুসাথী' প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে জন্মগত হৃদরোগ, কাটা ঠোঁট ও তালু (ক্লেফট লিপ/প্যালেট), ক্লাবফুট ও নিউরাল টিউব ডিফেক্টে আক্রান্ত প্রায় ৬৩ হাজারের বেশি শিশুর নিখরচায় চিকিৎসা হয়েছে। আর এর জন্য রাজ্য সরকারের ব্যয় হয়েছে ৩০০ কোটিরও বেশি টাকা। আমরা নিশ্চিত করতে চাই, আর্থিক সমস্যার কারণে চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়ে একটিও শিশু যেন পিছিয়ে না পড়ে।

২০১৩ সালে শুরু হওয়া এই 'শিশুসাথী' প্রকল্প এখন সারা বাংলা জুড়ে বিস্তৃত। কলকাতা, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ-সহ একাধিক প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিনই একাধিক শিশু চিকিৎসা পাচ্ছে এই প্রকল্পের আওতায়। এর মূল লক্ষ্য, হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের জন্য বিনামূল্যে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা। হৃৎপিণ্ডে ভালভের সমস্যা, ছিদ্র, রক্ত সঞ্চালনে অস্বাভাবিকতা ইত্যাদি জটিল হৃদরোগের চিকিৎসা থেকে অস্ত্রোপচারকে এই প্রকল্পে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সরকারের তরফে প্রতিবছর প্রায় ৩ হাজার শিশুর হার্ট সার্জারির ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রকল্প স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলায় শিশুমৃত্যুর হার কমাতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে।

এসআইআর, হলফনামা তলব হাইকোর্টের

প্রতিবেদন : কিসের ভিত্তিতে এসআইআর, জানতে চেয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের হলফনামা তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। কোন প্রক্রিয়ায় এসআইআর হচ্ছে হলফনামায় তাও জানানোর নির্দেশ দিল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ। আগামী ১৮ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানি। সেদিন কমিশনকে হলফনামা পেশ করতে হবে। মামলায় বিএলওদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। তার প্রেক্ষিতে বিচারপতি পালের পর্যবেক্ষণ, সরকার জানে কীভাবে তার কর্মীদের নিরাপত্তা দিতে হয়। আলাদা করে কোনও নির্দেশ দেওয়ার দরকার নেই। গত সোমবার বাংলায় এসআইআর ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন।

ওবিসি মামলা

সুপ্রিম কোর্টে আগে শুনানি

প্রতিবেদন : শীর্ষ আদালতে ওবিসি সংরক্ষণ মামলার শুনানি শেষ হওয়ার আগে কলকাতা হাইকোর্ট এই সংক্রান্ত কোনও মামলার শুনানি করতে পারবে না, সাফ জানিয়ে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গভাই। বৃহস্পতিবার দেশের শীর্ষ আদালতে রাজ্যের ওবিসি সংরক্ষণ মামলার শুনানি হওয়ার কথা থাকলেও প্রধান বিচারপতি বি আর গভাই জানান, আগামী সপ্তাহে তাঁরা এই মামলার শুনানি করতে চান। এই সময়েই রাজ্য সরকারের তরফে সওয়াল করতে গিয়ে বর্ষীয়ান আইনজীবী কপিল সিবাল জানান, কলকাতা হাইকোর্টে ফের এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। আগামী ১৮ নভেম্বর হতে পারে হাইকোর্টের শুনানি, শীর্ষ আদালতকে বলেন কপিল সিবাল। তাঁর সওয়াল শুনে প্রবল বিস্ময় প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি। সুপ্রিম কোর্ট এই মামলার শুনানি করছে, তাঁরা কলকাতা হাইকোর্টের আদেশের উপরে স্থগিতাদেশও দিয়েছেন, তার পরেও কী করে কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলার শুনানি করবে ? প্রশ্ন তোলেন প্রধান বিচারপতি। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জানান, যতদিন না সুপ্রিম কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি শেষ হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্ট এই মামলার শুনানি করতে পারবে না। একইসঙ্গে প্রধান বিচারপতি এদিন আভাস দিয়েছেন এই মামলার সুপ্রিম শুনানি স্থানান্তরিত করা হতে পারে অন্য বেঞ্চে। আগামী ২৩ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর নিচ্ছেন প্রধান বিচারপতি গভাই। তার আগে সুপ্রিম কোর্টে ওবিসি সংরক্ষণ বাতিল মামলার শুনানি করা হয় কি না, সেদিকেই এখন তাকিয়ে সব মহল।

আজ এসএসসি একাদশ ও দ্বাদশের ফলপ্রকাশ

প্রতিবেদন : শুক্রবার প্রকাশিত হতে চলেছে এসএসসির একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল। এদিন রাত আটটার পর কমিশনের ওয়েবসাইটে ফলাফল দেখতে পাবেন পরীক্ষার্থীরা। এরপর নথি যাচাই ও ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। জানা গিয়েছে যেহেতু একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে চাকরিপ্রার্থীর সংখ্যা কম তাই আগে এই পর্যায়টি মিটিয়ে নিয়ে তারপর নবম-দশমের ফল প্রকাশ করা হবে। দুটি স্তর মিলিয়ে শূন্যপদ ৩৫,৭২৬টি। তার মধ্যে একাদশ ও দ্বাদশের ১২,৫১৪টি শূন্যপদ রয়েছে। এসএসসি-সূত্রে খবর, ১০০টি শূন্যপদের জন্য ডাক পাবেন ১৬০ জন চাকরিপ্রার্থী। অর্থাৎ মোট ৩৫,৭২৬ শূন্যপদের জন্য ডাক পাবেন ৬০ হাজার চাকরিপ্রার্থী। এ ছাড়াও জানা গিয়েছে, নিয়ম অনুযায়ী নিয়োগপ্রক্রিয়া যাতে দ্রুত শেষ হয় সেই কারণে নথি যাচাই করা হবে কেন্দ্রীয়ভাবে। কিন্তু প্রার্থীদের ইন্টারভিউ হবে আঞ্চলিকভাবে। শুধুমাত্র করোনা-আবহে ২০২১ সালে উচ্চ প্রাথমিকের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারভিউ হয়েছিল।

এসসি-ওবিসি এবং এসটি সেলের কমিটি ঘোষণা

প্রতিবেদন : জেলা ও রাজ্যস্তরে এসসি-ওবিসি সেলের কমিটি ও পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার দলের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে এই তালিকা আপলোড করা হয়। তালিকায় এসসি ও ওবিসি সেলের রাজ্য কমিটির সদস্যদের নাম ঘোষিত হয়েছে। কমিটিতে প্রেসিডেন্ট ছাড়াও দু'জন ভাইস প্রেসিডেন্ট, ৬ জন জেনারেল সেক্রেটারি ও ৫ জন সেক্রেটারি রয়েছেন। একই সঙ্গে জেলা প্রেসিডেন্টদের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। এসসি ও ওবিসি সেলের সঙ্গেই রাজ্য এসটি সেলের রাজ্য কমিটির নতুন সদস্যদের নাম ও পদ ঘোষণা করা হয়েছে। জানানো হয়েছে সেলের জেলা সভাপতিদের নামও।

রাজ্যে পারদ-পতন, শীঘ্রই শীত

প্রতিবেদন : কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যে পারদ-পতন। শীতের হালকা আমেজ অনুভূত হতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৫০ শতাংশের নিচে নেমে যাওয়ায় ভোরের কলকাতায় হালকা শীতের ভাব। উত্তরবঙ্গেও সামান্য করে নামতে শুরু করেছে দিন ও রাতের তাপমাত্রা। চলতি সপ্তাহের শেষ দিকে দার্জিলিংয়ের রাতের পারদ ৭ বা ৮ ডিগ্রিতে নামতে পারে। এদিকে, পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ দুর্বল হয়ে একটি ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হয়েছে। যদিও এর তেমন প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে আর থাকছে না। উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন এলাকা ছাড়া আর মেঘলা আকাশ বা বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই এই রাজ্যের কোথাও। পশ্চিমের জেলায় রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এই সপ্তাহের শেষ দিকে।

অফিসপাড়ায় গোডাউনে বিধ্বংসী আগুন

প্রতিবেদন : ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড শহরে। বৃহস্পতিবার সাতসকালে অফিসপাড়া ডালহৌসির একটি গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরির কারখানায় লাগল বিধ্বংসী আগুন। সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ লালবাজার থেকে কয়েকশো মিটার দূরত্বে বিবাদী বাগ এবং ধর্মতলার সংযোগকারী আর এন মুখার্জি রোডের একটি বহুতলের একতলার ওই গোডাউনে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে ঘন কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় গোটা এলাকা। এমনকী ধোঁয়ার জেরে বহুতলের আশপাশে দৃশ্যমানতাও কমে যায়। সকাল ১০টা ৪৫ নাগাদ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৩টি ইঞ্জিন। কিন্তু আগুনের ভয়াবহতা দেখে দ্রুত আরও ৩টি

ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। কিন্তু অতিরিক্ত ধোঁয়ার কারণে আগুনের উৎসে পৌঁছতেই দমকলকর্মীদের রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। দমকল সূত্রে খবর, কীভাবে আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু গোডাউনে প্রচুর দাহ্য রাসায়নিক পদার্থ মজুত থাকায় আগুন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আগুন লাগার পর ধোঁয়ার সঙ্গে উৎকট ঝাঁজালো গন্ধে ভরে যায় চারপাশ। ধোঁয়া এবং ঝাঁজালো গন্ধের কারণে মাস্ক পরে আগুন নেভানোর কাজ করেন দমকলকর্মীরা। প্রায় ঘণ্টা পাঁচেকের চেষ্টায় দুপুর তিনটে নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে অনুমান, এসিতে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে।

কলকাতা বিমানবন্দরে বাঁদরের বাঁদরামি

প্রতিবেদন : আজব কাণ্ড কলকাতা বিমানবন্দরে! খাঁচা থেকে পালাল বিরল প্রজাতির বাঁদর। প্রায় তিনদিন ধরে হন্যে হয়ে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। দিনরাত চলছে চিরুনি-তল্লাশি। কাজে লাগানো হচ্ছে বিমানবন্দরের ৮০০ সিসি ক্যামেরাও। কিন্তু ৬৫ ঘণ্টা পরও সেই বাঁদরের কোনও খোঁজ মেলেনি। বিমানবন্দরের মধ্যে কীভাবে এল সেই বাঁদর? বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সোমবার থাইল্যান্ড থেকে বিমানে করে এক যাত্রী লুকিয়ে ছোট

আকারের দুটি বাঁদর নিয়ে আসছিলেন। বাঁদর দুটি শ্যাংকড ডুক নামক বিরল প্রজাতির। থাইল্যান্ড থেকে বিমানে ওঠার সময় সকলের চোখে ধুলো দিতে পারলেও কলকাতা বিমানবন্দরে প্লেন নামতেই শুল্ক দফতরের আধিকারিকদের ওই যাত্রীর জিনিসপত্র দেখে সন্দেহ হয়। তাঁকে আটকে তল্লাশি চালাতেই বেরিয়ে পড়ে বাঁদর দুটি। কিন্তু মুশকিল হল, তল্লাশির সময় একটি বাঁদর খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে পালিয়ে যায়। তারপর থেকেই আর কোনও খোঁজ মেলেনি তাঁর। বিমানবন্দর থেকে তাকে বাইরে বেরতেও দেখা যায়নি। এদিকে শতাধিক সিসিটিভি ও নিরাপত্তারক্ষীদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। যদিও খুব তাড়াতাড়ি বাঁদরটিকে উদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে আশাবাদী বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাখি কিনতে বেরিয়ে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ কিশোর। শিলিগুড়ির ঘটনা। কিশোরের নাম জয় শাহ। নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়েছে পরিবারের তরফে

আমার বাংলা
7 November, 2025 • Friday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

ফিরছে বিশ্বজয়ী মেয়ে, সেজেছে শিলিগুড়ি

■ আলোর চাদরে সেজে উঠেছে গোটা শিলিগুড়ি। মাঝে, রিচাকে সংবর্ধনা দেওয়ার প্রস্তুতি বৈঠক পুরসভার। ডানদিকে বাঘাযতীন পার্কে তৈরি হচ্ছে মঞ্চ। এখানেই হবে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান।

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় • শিলিগুড়ি

অপেক্ষায় ছিল শিলিগুড়ি। কবে ফিরবে ঘরের মেয়ে বিশ্বজয়ী রিচা। অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে। আজ, শুক্রবার বাড়িতে আসছেন সোনার মেয়ে রিচা ঘোষ। তাঁকে স্বাগত জানাতে সেজে উঠেছে গোটা শিলিগুড়ি। তোরণ, পোস্টার, আলোয় মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা শহরকে। রিচার সংববর্ধনা, অনুষ্ঠান সবের প্রস্তুতি পুরনিগমের তরফে জানানো হল বৃহস্পতিবার সাংহবাদিক বৈঠক করে। শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে এদিনের বৈঠকে ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের পদাধিকারী সহ সদস্য এবং শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্কুল এবং ব্যবসায়ী মহলের সদস্যবৃন্দ সহ বেশ কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কার্যকর্তারা এদিন এই আলোচনার সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র গৌতম দেব জানান, আগামীকাল অর্থাৎ শুক্রবার শহরের মেয়ে রিচা ঘোষকে স্বাগত জানাতে সবরকম

- **আজ রিচা বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামবেন।**
- **শিলিগুড়িতে তাঁকে স্বাগত জানাবে প্রশাসন।**
- **রিচাকে বিমানবন্দর থেকে বাড়িতে আনবেন গৌতম দেব।**
- **বাড়ি থেকে বাঘাযতীন পার্ক পর্যন্ত রেড কার্পেটে মোড়া হবে।**
- **গার্ড অফ অনার দিয়ে দেওয়া হবে নাগরিক সংবর্ধনা।**

ব্যবস্থা করা হচ্ছে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে। প্রথমেই সকাল ন'টায় বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে শহরের গর্ব রিচাকে স্বাগত জানাতে পৌঁছে যাবেন মেয়র স্বয়ং। এছাড়াও থাকবেন শহরের আপামর জনতা হুডখোলা গাড়ি করে শহরে নিয়ে আসা হবে রিচাকে। পুলিশের তরফে এসকর্ট করে শিলিগুড়ি সুভাষপল্লিতে রিচার নিজের বাড়িতে নিয়ে আসা হবে। স্বাগত যাত্রাপথে গোটা শহর ব্যানার, ফেস্টুনে মুড়ে ফেলার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। পাশাপাশি পুরনিগমের নিগমের তরফে আগামীকাল বিকেল চারটে নাগাদ শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্কে রিচার জন্য এক নাগরিক সম্মানের আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে গোটা শহরবাসীকে আহ্বান জানানো হয়েছে। বৃহস্পতিবার পুরসভার প্রস্তুতি বৈঠকে জানানো হয়, জাতীয় পতাকা দেওয়া এবং হুডখোলা জিপে বিমানবন্দর থেকে রিচাকে বাড়িতে নিয়ে আসবেন মেয়র গৌতম দেব।

সচেতন হন: সিদ্দিকুল্লা

● এসআইআর নিয়ে চক্রান্তের রাজনীতি করছে বিজেপি। কিন্তু বিভ্রান্ত না হয়ে নির্দিষ্ট ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। পাশে আছে রাজ্য প্রশাসন। চলছে সহায়তা শিবির। এসআইআর নিয়ে সচেতন হন, ভয় মুক্ত হন তাহলেই নিজের ভোটাধিকার পাবেন। ইসলামপুরে এসে এভাবেই সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ালেন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি।

দায়িত্বে সন্দীপ

● রায়গঞ্জ পুরসভায় নির্বাচন হওয়ার আগে পর্যন্ত ফের প্রশাসকের দায়িত্ব পেলেন সন্দীপ বিশ্বাস। নতুন নির্দেশ অনুসারে, রায়গঞ্জ পুরসভার একক প্রশাসক হিসেবে দায়িত্বে থাকছেন শুধুমাত্র সন্দীপ বিশ্বাস। বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজ্যের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির স্বাক্ষরিত সার্কুলার প্রকাশ্যে আসে।

তৃণমূলে যোগদান

● বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে দল ছাড়লেন সমর্থকরা। যোগ দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। আলিপুরদুয়ার মহাকালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা সভাপতি তথা সাংসদ প্রকাশচিক বরাইক।

সুরাহা নয়, চা-শ্রমিকদের বিভ্রান্ত করল কমিশনের দল

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : এসআইআর নিয়ে রাজ্যজুড়ে আতঙ্ক। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে একের পর এক মানুষ আত্মহত্যা করছেন। এই পরিস্থিতিতে আরও বেশি করে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে চা-বাগান এলাকায়। নিরীহ শ্রমিকরা সমস্যায়। কমিশনের কাছে তাঁরা জানতে চাইছেন একাধিক প্রশ্নের উত্তর। কিন্তু সুরাহা তো দূর অস্ত, নির্বাচন কমিশনের আলিপুরদুয়ার জেলা সফরে গিয়ে কমিশনের প্রতিনিধিরা আরও বেশি বিভ্রান্ত করলেন চা-শ্রমিকদের। যেখানে চা-বাগানের শ্রমিকরা অধিকাংশই ইন্টারনেট, কিউআর কোড বোঝেন না, তাঁদের উদ্দেশ্যে রাজ্য মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক বলেন, কিউআর কোড দিয়ে ফর্ম ফিলআপ করতে হবে!

■ কমিশনের অসহযোগিতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে সাংবাদিক বৈঠকে সৌরভ চক্রবর্তী।

এই বিষয় নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তৃণমূল নেতা সৌরভ চক্রবর্তী। তিনি বৃহস্পতিবার একটি সাংবাদিক বৈঠকও করেন। এমন ঘটনা কথা তুলে ধরে সৌরভ বলেন, সারা জেলা জুড়ে আদিবাসী মানুষজন, আদিম জনজাতি টোটো সহ সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত। তিনি আরও বলেন, এসাইআর নিয়ে মানুষের বক্তব্য শুনতে এসে সাধারণ মানুষের কথাই তো শুনলেন না নির্বাচন কমিশনের অধিকারিকরা। ক্ষোভ প্রকাশ করেন জেলা তৃণমূলের বিএলএ ১ সৌরভ চক্রবর্তী। তিনি অভিযোগ করেন, জেলায় মাত্র দু'লক্ষ ফর্ম দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ফর্মের অভাবে বিএলওরা কাজ ঠিকমতো শুরু করতে পারছেন না।

কারচুপি করতে দলের নেতাকে বিএলও বিজেপির

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : এসআইআরের নাম করে বিরাট ষড়যন্ত্রের খেলায় নেমেছে বিজেপি। দিকে দিকে বিভিন্ন ঘটনা তা প্রমাণ করে দিচ্ছে। কারচুপি করতে নিজের দলের নেতাকেই বিএলও করছে বিজেপি। জেলার বিএল ও তালিকায় এবার বিজেপির মণ্ডল সভাপতির নাম, যা নিয়ে চাঞ্চল্য জেলার রাজনৈতিক মহলে। এমনকী স্থানীয় ভোটারদের কাছ থেকে জানা গেছে ওই বিএলও গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থীও হয়েছিলেন। ঘটনাটি আলিপুরদুয়ার বিধানসভার ১২/২৭৪ নম্বর বুথের। ওই বিএলওর নাম রঞ্জিত সরকার, যাকে সকলেই বিজেপি নেতা হিসেবেই চেনে। যাকে সব সময় বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে ময়দানে দেখা যায়, তাকে দিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে নির্বাচনের কাজ কীভাবে সম্ভব? এমনটাই প্রশ্ন তুলেছেন ওই বুথের সাধারণ ভোটাররা। ঘটনা তদন্ত দাবি করেছেন জেলার তৃণমূলের বিএলএ ১ সৌরভ চক্রবর্তী। সৌরভ জানান, এমনিতেই বিজেপি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে আঁতাত করে বৈধ ভোটারদের নাম কাটতে ফন্দি এঁটেছে, সেখানে বিজেপি নেতা বিএলও হয়ে সেই কাজ সুনিপুণভাবে করার চেষ্টা করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের দলীয় বিএলএরা সতর্ক আছে।

কোচবিহারের রাসমেলার মঞ্চ হল জুবিনের নামে

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহার রাসমেলা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মঞ্চে উদ্বোধনের দিন বিশেষ সম্মান জানানো হল প্রয়াত ও সংগীতশিল্পী জুবিন গর্গকে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ এবছর জুবিন গর্গের নামে মঞ্চের নামকরণ করা হয়েছে। বুধবার প্রদীপ প্রজ্বলনের পর শিল্পীর ছবিতে মাল্যদান করেন কোচবিহারের জেলাশাসক রাজু মিশ্র, পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা ও কোচবিহার পুরসভা চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ-সহ অতিথিরা। পুরসভা পরিচালিত মেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অসমের শিল্পীদেরও সংগীতানুষ্ঠান থাকবে এ বছর এমনই জানান চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি বলেন, এবছরও কোচবিহার রাসমেলাতে ব্যাপক ভিড় করবেন দর্শনার্থীরা।

■ উদ্বোধনে জেলাশাসক রাজু মিশ্র, পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ।

রায়গঞ্জে নাট্যমেলা

● উত্তর দিনাজপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে রায়গঞ্জে শুরু হল নাট্যমেলা। ৬ নভেম্বর শুরু হওয়া এই অনুষ্ঠান ৯ নভেম্বর পর্যন্ত রায়গঞ্জের ইনস্টিটিউট মঞ্চে চলবে। হল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রা শেষ হয় ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
7 November, 2025 • Friday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

পূর্ব বর্ধমানে দল ও পুরসভায় রদবদল

সংবাদদাতা, বর্ধমান : বিধানসভা ভোটের আগে ধাপে ধাপে পরিবর্তন করা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামো। কিছুদিনের মধ্যেই বর্ধমানে ব্লকস্তরের পদাধিকারীদের বদল ঘটানো হচ্ছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। তার আগে বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া, দাঁইহাটের পুরসভার চেয়ারম্যান বদল করল তৃণমূল কংগ্রেস। এরই পাশাপাশি এদিন এসসি ও ওবিসি সংগঠনের জেলা সভাপতিদেরও বদল ঘটানো হল। পূর্ব বর্ধমান জেলায় নতুন এই সংগঠনের জেলা সভাপতি করা হল জামালপুরের বিধায়ক অলোককুমার মাঝিকে। জেলার এসটি সংগঠনের সভাপতি করা হল তারক টুডুকে।

রাজ্য নেতৃত্বে নির্দেশে পূর্ব বর্ধমান জেলার তিন পুরসভার পুরপ্রধান এবং দুটি পুরসভার উপপুরপ্রধান বদল করা হল। কাটোয়া, কালনা, দাঁইহাট এবং গুসকরা পুরসভা রয়েছে রদবদলের তালিকায়। কাটোয়ার পুরপ্রধান সমীরকুমার সাহার বদলে নতুন পুরপ্রধান কমলাকান্ত চক্রবর্তী। উপপুরপ্রধান লখিন্দর মণ্ডলের বদলে আনা হল ইউসুফা খাতুনকে। কালনা পুরসভার পুরপ্রধান আনন্দ দত্তের বদলে পুরপ্রধান হলেন রিনা বন্দ্যোপাধ্যায়। কালনার উপপুরপ্রধান পদে তপন পোড়েল বহাল থাকছেন। গুসকরা উপপুরপ্রধান বেলি বেগমের বদলে সাধনা কোনার হলেন নতুন উপপুরপ্রধান। গুসকরার পুরপ্রধান কুশল মুখোপাধ্যায় বহাল থাকছেন। দাঁইহাটের পুরপ্রধান প্রদীপ রায়ের বদলে সমর সাহাকে নতুন পুরপ্রধান করা হল। উপপুরপ্রধান অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় বহাল থাকছেন। তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে এই বদল করা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তরা।

ক্ষতিপূরণ পুরসভার

প্রতিবেদন : ধাপা সংলগ্ন এলাকায় কৃষকদের থেকে ৫৪১ বিঘা জমি নিয়ে 'দ্বিতীয় ধাপা' তৈরির কাজ করছে কলকাতা পুরসভা। আর সেই জমির জন্য বৃহস্পতিবার কৃষকদের হাতে দ্বিতীয় দফায় ক্ষতিপূরণের চেক তুলে দিল পুর-কর্তৃপক্ষ। পুরসভার অধীনস্থ ওই জমিতে এতদিন কৃষকরা চাষাবাদ করতেন। তাই পুরসভার তরফে সেই জমির বিনিময়ে ২৫ হাজার টাকা প্রতি কাঠা হিসেবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হল কৃষকদের। পুজোর আগে প্রথম পর্বের চেক বিলি শুরু হয়েছিল। এবার শুরু হল দ্বিতীয় পর্বের চেক বিলি।

বাদ তিনজন

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : সরিয়ে দেওয়া হল দুর্গাপুর নগর নিগমের তিন প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্যকে। তাঁরা হলেন দীপঙ্কর লাহা, রাখি তিওয়ারি এবং অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার ১ নভেম্বর প্রশাসকমণ্ডলীর ভাইস চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল অমিতাভকে। সদস্য ধর্মেন্দ্র যাদবকে ভাইস চেয়ারম্যানের পদ দেওয়া হয়েছিল। এক সপ্তাহ আগেই নতুন প্রশাসকমণ্ডলীর তালিকা ঘোষণা হওয়ার পর, তিনজনকে বাদ দেওয়া হল।

কেন্দ্র সরকার চায় বাংলাকে জব্দ করতে তাই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে টাকা দেয় না

প্রশাসনিক বৈঠকে বিস্ফোরক সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া

সংবাদদাতা, ঘাটাল : মাস্টার প্ল্যান নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিচারিতার অভিযোগ তুললেন সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া। ওঁর দাবি, নদীবক্ষে পলিকাটা ও গভীরতা বাড়ানোয় একটি পয়সাও দেয়নি কেন্দ্র। ঘাটালে ছয়বার বন্যা হয়ে গেল। ২৬ বছরের ইতিহাসে বছরে ২-৩ বার বন্যা হয় ঘাটালে। কিন্তু এবার ছয়বার হল।

মানসের অভিযোগ, উত্তরবঙ্গে ৭২টি ভুটানি নদী ধ্বংস করে দিল উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি। কত মানুষের প্রাণ গেছে, পাহাড় ভেঙে পড়েছে, গাছ ভেসে যাচ্ছে, কী বীভৎস অবস্থা! মুখ্যমন্ত্রী ছুটে গিয়েছেন দু'বার, মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কেন্দ্র

■ বৈঠকে মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, মণীশ জৈন, বিজিন কৃষ্ণ, সুপ্রভাত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

একটি পয়সাও দুর্যোগ মোকাবিলায় দেয়নি। কর্নাটক এবং মহারাষ্ট্রকে দিয়েছে, বাংলা পায়নি। কারণ কেন্দ্র চায় বাংলাকে জব্দ করতে, বাংলার মানুষকে জব্দ করতে। সেই কারণেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানেও একটি টাকাও দেয়নি। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান-এ নো কস্ট ড্রেজিংয়ে ৪৬৮ নদী ও খাল সংস্কার হবে। আমাদের হাতে যেটুকু টেকনোলজি আছে, যেটুকু টেকনিক্যাল সরঞ্জাম আছে, ইচ্ছুক এজেন্সিগুলো এগিয়ে আসছে, এটা একটা ঐতিহাসিক বুনিয়াদ তৈরি হবে সারা ভারতের মধ্যে বাংলায়। কাজের গতি বাড়াতে সেচ আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন সেচমন্ত্রী। ছিলেন সেচ প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি তথা অতিরিক্ত মুখ্যসচিব মণীশ জৈন, জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণ, মহকুমা শাসক সুপ্রভাত চট্টোপাধ্যায়-সহ জেলা, মহকুমা ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা।

বাঁকুড়ার পাত্রসায়রে তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা বিজেপির

প্রতিবেদন : ভোট এখনও দেরি। তার আগে এসআইআর ঘোষণা হতেই বিজেপি বেকায়দায় পড়বে বুঝে হিংসার আশ্রয় নিতে শুরু করেছে। বাঁকুড়ার পাত্রসায়রে হাটকৃষ্ণনগর গ্রামে বুধবার রাতে দফায় দফায় তারা তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তৃণমূলের দাবি, তাদের স্থানীয় তিন নেতাকে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়। বুধবার দুপুরে বাঁকুড়ার পাত্রসায়র থানার রামনগর গ্রামে এসআইআর-এর কাজ নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপি নানা ছুতোনাতায় লোকের

মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করতে চাইছে। বুধবার রাতে বিজেপির একদল কর্মী রামনগর গ্রামে যাত্রা দেখে ফেরার পথে তৃণমূলের লোকজনের উপর হামলা চালায়। তাতে তৃণমূলের বেশ কয়েকজন আহত হন। তৃণমূলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুব্রত দত্তের অভিযোগ, বিজেপি নেতা স্বরূপ ঘোষ দলবল নিয়ে তৃণমূল যুব নেতা মিলন কড়ির উপর হামলা করে। টাঙ্গির কোপ মারা হয় মিলন। আমাদের তিনজন আহত হয়েছেন। সুব্রত বিজেপির উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন, এরপর আমাদের কর্মীরা পাল্টা প্রত্যাঘাত করলে সামলাতে পারবেন তো।

প্রিয় নেতার জন্মদিনে জেলা জুড়ে জানুয়ারি পর্যন্ত জনমুখী কর্মসূচি

সংবাদদাতা, বর্ধমান : আজ, ৭ নভেম্বর, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। দলীয় অনুগামীরা এই দিনটিকে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে পালন করতে চলেছেন, জানালেন পূর্ব বর্ধমান জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি রাসবিহারী হালদার। সকাল ৭টায় সর্বমঙ্গলা মন্দিরে পুজো দিয়ে শুরু হবে। সাংবাদিকদের বৈঠকে রাসবিহারী জানিয়েছেন, এদিন জেলা জুড়ে মন্দিরে মন্দিরে, একইসঙ্গে মাজার ও অন্য ধর্মস্থানে অভিষেকের মঙ্গলকামনায় পুজো দেবেন যুব কর্মীরা। দুঃস্থদের দেওয়া হবে খাবার। ৫ ডিসেম্বর সদরঘাট বিদ্যাসাগর স্মৃতিসংঘ মাঠে শুরু হচ্ছে ফুটবল অ্যাকাডেমি। প্রতিষ্ঠিত খেলোয়াড়রা এখানে কোচিং দেবেন। ২১ ডিসেম্বর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। ১৩-১৭ জানুয়ারি নীলপুর যুব উৎসব ও ফুড ফেস্টিভ্যাল। ১ জানুয়ারী থেকে বিনামূল্যে শিক্ষা-সহায়তা ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ। ১২ জানুয়ারি রান

পূর্ব বর্ধমান

ফর ইয়ুথ শীর্ষক ম্যারাথন ও স্বামীজির মূর্তি উন্মোচন। ২৩-২৬ জানুয়ারি হবে যুব কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ও মোটরবাইক র‍্যালি। এরসঙ্গে উৎকর্ষ বাংলার অঙ্গ হিসাবে যুবক-যুবতীদের মাইক্রোফিন্যান্স প্রশিক্ষণ এবং যুবশক্তি সম্মান হিসাবে খেলা, সংস্কৃতি, শিক্ষার ক্ষেত্রে যুবক-যুবতীদের সহায়তা প্রদান কর্মসূচি।

ফেরিওয়ালার সন্তান আদর্শ হলেন চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট

অনির্বাণ কর্মকার ● কুলটি

বাড়িতে প্রচণ্ড অভাব। বাবা সামান্য ফেরিওয়ালার কাজ করেন। কিন্তু তারপরেও মনের অদম্য ইচ্ছে এবং পরিশ্রম সব প্রতিবন্ধকতাকে হারিয়ে দিল। কুলটির সীতারামপুর বিশ্বকর্মানগরের আদর্শ প্রসাদ ওই গরিব পরিবার থেকেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি পাশ করে সবাইকে চমকে দিলেন। ছোট থেকেই মেধাবী আদর্শ। কমার্স নিয়ে পড়াশোনা করার পাশাপাশি ইচ্ছে হয়েছিল চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি নিয়ে পড়াশোনা করার। সেই মতো কলকাতায় গিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। কিন্তু পরিবারে ছিল প্রচণ্ড অভাব-অনটন। তাই নিজের পড়ার খরচ নিজেকেই টিউশন করে

■ পরিবারের সঙ্গে আদর্শ।

তুলতে হয়েছে। রাত-দিন এক করে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সিকে পাখির চোখ করে এগিয়ে গিয়েছেন আদর্শ। সেই পরিশ্রমের ফল মিলেছে। ভাঙা কুঁড়েঘর থেকেই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট হলেন।

খুশি পরিবারের সবাই। আগামী দিনে বড় চাকরি পাবেন আদর্শ প্রসাদ। কিন্তু তাঁর পরিবারের লোকেরা চাইছেন, যেরকমভাবে কষ্ট করে তাঁর বাবা তাঁকে পড়াশোনা করিয়েছেন, রোজ সীতারামপুর থেকে ধানবাদে গিয়ে ফেরিওয়ালার কাজ করে তিলে তিলে নিজের ছেলেমেয়েদের বড় করেছেন, আদর্শ যেন বড় হয়ে নিজের আদর্শকে ভুলে না যান। পরিবারের পাশে থাকেন যেন সব সময়।

আদর্শ নিজেও জানিয়েছেন, আগামী দিনে বড় চাকরি করে দিন পাল্টাতে চান। যে কষ্ট করে তাঁরা বড় হয়েছেন, এবার হয়তো একটু সুখের আলো দেখবে আদর্শদের পরিবার।

বৃহস্পতিবার ডেবরায় তৃণমূলের উদ্যোগে হল বিএলএ-২-দের নিয়ে কর্মশালা

ছিঃ জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ! বিজেপির দেশবিরোধী চরিত্র প্রকাশ্যে

প্রতিবেদন : বিজেপির চরিত্র প্রকাশ্যে। এগুলিই আসলে দেশবিরোধিতা। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। হোয়াটসঅ্যাপ ইতিহাসের উপর ভরসা করে বাংলা বিরোধিতা রাজনীতি করতে গিয়ে দেশের সামনে খুল্লাম-খুল্লা হয়ে গেল বিজেপির বাঙালাবিরোধী চরিত্র। বাংলাকে অপমান করতে গিয়ে দেশের আত্মাকেই অপমান করে বসল। এ-লজ্জা আমরা রাখব কোথায়?

কর্নাটকের বিজেপি সাংসদ বিশ্বেশ্বর কাগেরি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলছেন, দেশের জাতীয় সঙ্গীত জন-গণ-মন লেখা হয়েছিল ব্রিটিশ আধিকারিকদের স্বাগত জানাতে। এখানেই থামেননি এই অতি শিক্ষিত সাংসদটি। তিনি বন্দে মাতরমকে জাতীয় সঙ্গীত করার দাবি তোলেন। আসলে ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞ হলে এই ধারনাই তৈরি হয়। আর এই কারণেই বিজেপিকে স্বাধীনতার আগে বলা হত ব্রিটিশদের দালাল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১১ সালের ১১ ডিসেম্বর 'ভারত ভাগ্য বিধাতা' রচনা করেন। এরপরেই পঞ্চম জর্জ ভারতে আসেন। কিন্তু গানটি প্রথম গাওয়া হয়েছিল ২৮ ডিসেম্বর কংগ্রেস অধিবেশনে। ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা দিবসেও গানটি গাওয়া হয়। কিছু কিছু মানুষ রবীন্দ্রনাথকে কলুষিত করতে গিয়ে জন-গণ-মন তৈরির উদ্দেশ্যের মিথ্যা চক্রান্তমূলক ব্যাখ্যা করেন। যদিও রবীন্দ্রনাথ সব সংশয় দূর করে বলে গিয়েছিলেন, এ-গান ব্রিটিশদের জন্য নয়। যিনি ব্রিটিশদের দেওয়া নাইট উপাধি হেলায় ফেলে দিতে পারেন, তাঁকে কলুষিত করার চেষ্টা স্বাধীন ভারতেও অব্যাহত।

আসলে এ-অপমান শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, বাংলাকে নয়, ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে অপমান। যারা স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশদের কাছে দাসখত লিখিয়েছিল তারা জাতীয়তাবাদ বা দেশপ্রেমের মর্ম কীভাবে বুঝবে? এটাই বিজেপির আসল মুখ। ইতিহাস বিকৃতি, মিথ্যাচার, বাংলা বিরোধিতা— এদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তৃণমূল কংগ্রেস আজ সারাদিন এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হবে।

■ সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক, সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য তৃণমূল সভাপতি সুব্রত বক্সির নির্দেশে বৃহস্পতিবার বাংলার ভোটাধিকার রক্ষার্থে মানুষকে এসআইআর বিষয়ে সহায়তা দিতে কেশপুর বিধানসভায় ওয়াররুম পরিদর্শন করেন বিধায়ক তথা মন্ত্রী শিউলি সাহা।

এসআইআর প্রক্রিয়ায় নজর রাখতে তৎপর বাঁকুড়া জেলা তৃণমূল

প্রতিবেদন : বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে দুটি পৃথক সাংগঠনিক জেলা রয়েছে তৃণমূলের। দুই সাংগঠনিক জেলাতেই এব্যাপারে বুথ লেভেল এজেন্টদের দলের নেতা-নেত্রীরা কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। এসআইআরের প্রথম দুদিন জেলার বহু বুথে বিএলওদের সঙ্গে বিএলএ ২-রা ছিলেন না। শাসক দলের এজেন্টদেরও দেখা যায়নি। বিষয়টি নিয়ে বিরক্ত জেলা নেতৃত্ব। বুধবার বাঁকুড়ার ওয়ার রুমে এসআইআর নিয়ে জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান অলকা সেন মজুমদার দলের নেতা-কর্মীদের বলে দেন, বিএলওদের সঙ্গে বিএলএ ২-দের থাকতেই হবে। এব্যাপারে আমরা দলের এজেন্টদেরও নির্দেশ দিয়েছি। বাঁকুড়ার ওয়ার্ডে ১০-১২ জন বিএলএ ২-পিছু একজন সুপারভাইজার থাকছেন। তিনি দলের হয়ে বিএলএদের কাজে নজরদারি রাখা ছাড়াও একাধিক বুথ এজেন্টদের মধ্যে সমন্বয় বজায় রাখার কাজও করছেন। বড়জোড়ার তৃণমূল বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায় বলেন, বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলাতেও বিএলএদের আমরা বার্তা পাঠিয়েছি। নিরপেক্ষভাবে কাজ হচ্ছে কিনা, তা দলের এজেন্টদেরই দেখতে হবে। বৈধ ভোটাররা কেউ যাতে কোনও অসুবিধায় না পড়েন তার জন্য আমরা বাংলার ভোটরক্ষা শিবির চালু করেছি। এদিন তিনি বড়জোড়া ও হাটআশুড়িয়া অঞ্চলে সেই শিবির পরিদর্শনও করেন।

জয়নগরে যুবক খুন

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার রাতে জয়ন্ত মণ্ডল (৪০) নামে এক যুবকের মৃত্যু নিয়ে চাঞ্চল্য। ইটভাটার মালিক জয়ন্ত গোবিন্দপুরের বাসিন্দা। কুলতলি থেকে টাকা-পয়সা সহ ফেরার সময় দুষ্কৃতীরা জয়ন্তকে গুলি করে খুন করে বলে অভিযোগ। জয়ন্তর ভাই সুব্রত বলেছেন, তারা দুজনেই তৃণমূলকর্মী। ইটভাটার ঝামেলায় দাদাকে পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে। বারুইপুর পুলিশ জেলার এএসপি রূপান্তর সেনগুপ্ত জানান, ছিনতাইয়ের কারণেই খুন করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ।

কাউন্সিলর : চক্রান্ত করে আমার নাম বাদ দিয়েছে

সংবাদদাতা, আসানসোল : এবার ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নিজের নাম না থাকার অভিযোগ তুললেন খোদ কাউন্সিলর তথা তৃণমূল শিক্ষা সেলের রাজ্য স্তরের নেতা অশোক রুদ্র। আসানসোল পুরসভার অন্তর্গত বার্নপুরের ৭৮ নম্বর ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর অশোকবাবু বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে অভিযোগ জানান, ২০০২ সালে ভোটার লিস্টে তাঁর নাম নেই । তিনি নিজের বংশ পরিচয় দিয়ে বলেন, তাঁর দাদু স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। বাবা রেলে চাকরি করতেন। অথচ ২০০২ সালে নির্বাচন কমিশন প্রকাশিত ভোটার লিস্টে তাঁর নাম কীভাবে বাদ গেল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে অশোকবাবুর মন্তব্য, এটা চক্রান্ত।

নন্দীগ্রামে তৃণমূলের শহিদ-স্মরণ

সংবাদদাতা, নন্দীগ্রাম : ২০০৭ সালে নন্দীগ্রামে ভূমিরক্ষা আন্দোলনে শহিদ হওয়া রবিন দাসের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল বৃহস্পতিবার। বৃন্দাউদখালিচর ও জলপাই এলাকায়। উপস্থিত ছিলেন নন্দীগ্রাম ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ, তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ান, জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি সবুজ প্রধান, ব্লক তৃণমূল সহ-সভাপতি অজয় মণ্ডল, কালীচরণপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি শেখ আল গাজি-সহ অন্যরা।

সেভ দ্য গার্ল চাইল্ড

প্রতিবেদন : কন্যা হয়ে জন্মানোর 'অপরাধে' ঝাড়গ্রামের বেলিয়াবেড়া ব্লকে আট দিনের সদ্যোজাতকে দুধের সঙ্গে কীটনাশক খাইয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগে তার ঠাকুমা এখন জেলে। ঝাড়গ্রাম মেডিক্যালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে সদ্যোজাত শিশুকন্যাটি। এই ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটে, সে জন্য বেলিয়াবেড়ায় ওই গ্রামে 'সেভ দ্য গার্ল চাইল্ড' বার্তা দিয়ে সচেতনতা শিবির করার পাশাপাশি বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝালেন গোপীবল্লভপুর ২ ব্লক স্বাস্থ্যকর্মীরা। ছিলেন তপসিয়া গ্রামীণ হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, কাউন্সিলর, আশাকর্মীরা। এই প্রচারে সামিল হন গোপীবল্লভপুর ২ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কিংশুক রায়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁরা বোঝান, বাল্যবিবাহের ফলে কিশোরী অবস্থায় কেউ অন্তঃসত্ত্বা হলে মা-শিশু উভয়েরই ক্ষতি। বিষ খাইয়ে হত্যার চেষ্টা করা শিশুকন্যাটির মাও একজন নাবালিকা। আর কোনও নাবালিকার এই পরিস্থিতি যেন না হয় সেই বিষয়ে গ্রামবাসীদের বোঝান তাঁরা। নিয়মিত অভিভাবক-অভিভাবিকাদের এভাবে সচেতন করার কাজ করা হয় বলে জানান স্বাস্থ্যকর্তারা। মঙ্গলবার গোপীবল্লভপুর ২ এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই পাঠ দেয় স্বাস্থ্য দফতর। সোমবারেও একটি প্রাইমারি স্কুলের সামনে এই বার্তা দেওয়া হয়। এই প্রচার ধারাবাহিক চলবে বলে জানায় ব্লক স্বাস্থ্য দফতর। ওই শিশুকন্যার গ্রামে এর পর বড় একটি শিবিরে থাকার কথা জেলাশাসক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর এবং মহকুমা শাসক অনিন্দিতা রায়চৌধুরির বলেও জানা গিয়েছে। প্রশাসনিক কর্তারা এভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝানোয় খুশি গ্রামের মহিলারা। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, ওই সদ্যোজাত কন্যাটি এখনও বিপন্মুক্ত নয়।

■ গোপীবল্লভপুরে স্বাস্থ্য দফতরের প্রচার।

দুর্বৃত্ত বিজেপি রাস্তাতেই তৃণমূল নেতাদের উপর হামলা, জখম ৩

প্রতিবেদন : বুধবার রাতে যাত্রা দেখে বাড়ি ফেরার পথে পাত্রসায়রের ব্লক তৃণমূল যুব সহ-সভাপতি মিলন কড়ি এবং তাঁর সঙ্গী দুই তৃণমূল কর্মী শুভদীপ চক্রবর্তী ও সুফল ঘোষকে বেধড়ক মারধর করে বিজেপি-আশ্রিত দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। কাঁকরডাঙা মোড় এলাকায় দুধেপুকুর সংলগ্ন বাঁকুড়া-বর্ধমান রাস্তায় ওই ৩ জনের পথ আটকে কিছু বুঝে ওঠার আগেই চলে বেধড়ক মারধর। ফলে মিলনবাবুর হাতের আঙুল কাটা পড়তে পারে বলে জানা গিয়েছে। শুভদীপের মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। গুরুতর আহতদের তিনজনকেই স্থানীয়

■ পাত্রসায়রে চলছে পুলিশি টহল।

একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে হাজির হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, পাত্রসায়রে মণ্ডল কমিটির বিজেপি নেতা স্বরূপ ঘোষের নেতৃত্বেই বুধবার রাতে পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়। বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি সুব্রত দত্তের অভিযোগ, মিলন বুধবার রাতে নিমাইনগরে যাত্রা দেখে ফিরছিল। রাস্তায় তাদের আটকে বিজেপি নেতা স্বরূপ ঘোষের নেতৃত্বে দুষ্কৃতীরা হামলা চালায়। শান্ত এলাকাকে অশান্ত করতেই বিজেপির এই পরিকল্পিত হামলা বলে জানান সুব্রতবাবু। তৃণমূলের অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রাসে বিষ্ণুপুরে ৫৬ জোড়া দেবদেবীর প্রদর্শনী

প্রতিবেদন : মল্লরাজ বীরহাম্বিরের দেখানো পথে ঐতিহাসিক রাসমঞ্চের অনুকরণে মন্দিরনগরী বিষ্ণুপুরের মাধবগঞ্জ ও কৃষ্ণগঞ্জের দুই মন্দিরে ৫৬ জোড়া দেবদেবীর প্রদর্শনীর মাধ্যমে রাস উৎসবের সূচনা হয় বুধবার। শাঁখারিবাজারে ঐতিহাসিক মদনমোহন মন্দির প্রাঙ্গণেও মঙ্গলবার রাস উৎসব শুরু হয়। সেখানে প্রভু মদনমোহন জিউয়ের বিগ্রহ ভক্তদের দর্শনে মন্দির দাওয়ায় সাজিয়ে রাখা হয়। মাধবগঞ্জ মদনগোপাল জিউ রাস উৎসব কমিটির কর্মকর্তা তথা বিষ্ণুপুরের পুরপ্রধান গৌতম গোস্বামী জানান, আমাদের মন্দিরের মদনগোপাল জিউ ছাড়াও মদনমনোহর, মুরলীমোহন, রাধাজীবন, নাড়ুগোপাল, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, রাধাবিনোদ, জগন্নাথ, কালাচাঁদ, রসিকনগর, বেণীমাধব, যুগলকিশোর, মহাপ্রভু প্রভৃতি দেবদেবীকে এনে রোজ সন্ধ্যারতি, লোকসঙ্গীত ও বাউল অনুষ্ঠান হবে। কৃষ্ণগঞ্জ রাধালালজিউ মন্দির কমিটির কর্মকর্তা রবিলোচন দে বলেন, আমাদের মন্দিরে রাধালালজিউ, কৃষ্ণলালজিউ ছাড়াও এলাকার বিভিন্ন মন্দির থেকে গোবিন্দজিউ, গৌর নিতাই, দামোদর জিউ, রাধারমণ জিউ প্রভৃতি দেবদেবী এসেছেন। পাঁচদিন তাঁরা মন্দির প্রাঙ্গণে থাকবেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ভক্তদের ভোগের ব্যবস্থা আছে। প্রসঙ্গত, প্রায় সাড়ে ৩০০ বছর আগে মল্লরাজ বীরহাম্বির বৈষ্ণবধর্ম নেওয়ার পর তাঁর প্রেরণায় বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন এলাকায় বহু মন্দির গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে রাজ দরবার ছাড়াও এলাকার বিভিন্ন মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীকে এক জায়গায় এনে ভক্তদের প্রদর্শনের জন্য ঐতিহাসিক রাসমঞ্চ নির্মাণ করেন তিনি। প্রতি বছর দুই মন্দিরের দাওয়ায় ৫৬ জোড়া দেবদেবীকে সাজানো হয়। মাধবগঞ্জে বসে মেলা। এছাড়াও দুই মন্দির প্রাঙ্গণেই পাঁচদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। মন্দির কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, কৃষ্ণগঞ্জে রাধালালজিউ মন্দিরে ১৬ জোড়া এবং মাধবগঞ্জ মদনগোপাল জিউ মন্দিরে ৪০ জোড়া দেবদেবী আসেন।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
7 November, 2025 • Friday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

পশ্চিম মেদিনীপুরে পুলিশে বদল

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : বুধবার পশ্চিম মেদিনীপুরের বিভিন্ন থানার ছয় ওসি-সহ ১২ জন সাব ইন্সপেক্টরের বদলির নির্দেশিকা জারি করা হল জেলা পুলিশের তরফে। শালবনি থানার অধীন পিড়াকাটা পুলিশ পোস্টের ইনচার্জ অমিত চট্টোপাধ্যায়কে গড়বেতা থানায় বদলি করা হয়েছে। পিড়াকাটা ফাঁড়ির নতুন ইনচার্জ হচ্ছেন গড়বেতা থানার সাব ইন্সপেক্টর অনুপ ভট্টাচার্য। বেলদা থানার ওসি গোবর্ধন সাউ বদলি হয়ে যাচ্ছেন খড়্গপুর টাউন থানায়। বেলদা থানার নতুন ওসি হচ্ছেন প্রণব সেনাপতি। প্রণব ছিলেন গড়বেতা থানার ওসি। গড়বেতা থানার ওসি হচ্ছেন চঞ্চল সিংহ। চঞ্চল সবং থানার ওসি ছিলেন। সবং থানার ওসি হচ্ছেন শুভঙ্কর রায়। শুভঙ্কর ছিলেন চন্দ্রকোণা থানার ওসি। চন্দ্রকোনা থানার নতুন ওসি হচ্ছেন পুরুষোত্তম পান্ডে। তিনি খড়গপুর টাউন থানার সাব ইন্সপেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ডেবরা থানার নতুন ওসি হচ্ছেন পলাশ কুইলা। পলাশ খড়্গপুর গ্রামীণ থানার অধীন সাদাতপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ ছিলেন। ডেবরা থানার ওসি প্রণয় রাই খড়গপুর লোকাল থানার ওসি হয়ে যাচ্ছেন। সাদাতপুর ফাঁড়ির ইনচার্জ হচ্ছেন শিবরাম বেরা। তিনি ছিলেন পিংলা থানায়। খড়্গপুর টাউন থানার অধীন হিজলি ফাঁড়ির ইনচার্জ তপন মাইতি যাচ্ছেন গড়বেতা থানার অধীন চন্দ্রকোনা রোড পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ হয়ে। চন্দ্রকোণা রোড ফাঁড়ির ইনচার্জ রাজেশ পারুয়া যাচ্ছেন হিজলি ফাঁড়িতে।

মালদহে সিনার্জি কনক্লেভ শিল্পে নতুন দিগন্তের সূচনা

সংবাদদাতা, মালদহ : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দফতরের উদ্যোগে এবং মালদহ জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় বৃহস্পতিবার মালদহ কলেজ অডিটোরিয়ামের দুগাকিঙ্কর সদনে অনুষ্ঠিত হল 'সিনার্জি অ্যান্ড বিজনেস ফ্যাসিলিটেশন কনক্লেভ' নামে অভিনব ব্যবসায়িক সহায়ক সম্মেলন। এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ এবং প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব রাজেশ পাণ্ডে, মালদহ জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল, জেলা পরিষদ সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ-সহ মালদহ ও দুই দিনাজপুর জেলার বহু প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধি।

সিনার্জি কনক্লেভ শিল্পের উদ্বোধন করছেন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ।

সম্মেলনে তিন জেলার শতাধিক উদ্যোগপতি ও শিল্পোদ্যোগী অংশগ্রহণ করেন। আলোচনার মূল বিষয় ছিল, স্থানীয় শিল্পের প্রসার, নতুন বিনিয়োগের সুযোগ এবং সরকারি সহায়তার পথ।

মন্ত্রী চন্দ্রনাথ উদ্যোক্তাদের নতুন শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান এবং রাজ্য সরকারের তরফে সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দেন। এই কনক্লেভের মাধ্যমে মালদহ তথা উত্তরবঙ্গের শিল্পক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে বলে মনে করছেন উপস্থিত সকলেই।

বিজেপি মণ্ডল সভাপতির বাড়িতে সিএএ ক্যাম্পের উদ্বোধন ঘিরে বিতর্ক

সংবাদদাতা, নদিয়া : ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম নেই। নাম নেই পরিবারের অনেকেরই। তা সত্ত্বেও তারই বাড়িতে সিএএ ক্যাম্পের সূচনা করলেন প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। রানাঘাট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার ৮৭/২ নম্বর মণ্ডলের বিজেপি সাধারণ সম্পাদক পার্থ বিশ্বাসকে ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। পার্থর দাবি, তিনি ১৯৯৮ সালে ভারতে এসেছেন এবং ২০১৪-র ৩১ ডিসেম্বরের আগেই আসায় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের আওতায় ভারতীয় নাগরিক হওয়ার অধিকার রাখেন। তাঁর বক্তব্য, আমি উদ্বাস্তু। ২০১৪-র আগে এসেছি, তাই সিটিজেন অ্যাক্ট অনুযায়ী আমিও ভারতের নাগরিক। রানাঘাট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি দেবাশিস গাঙ্গুলি বলেন, সিএএ একটা ললিপপ। প্রথমে বিজেপি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে ভোটারদের নাম কাটছে। তারাই আবার সিএএ-র ললিপপ দেখিয়ে ভোটার তালিকায় নাম জুড়তে চাইছে। আমরা বাংলার একটি বৈধ ভোটারের নাম কাটতে দেব না, যদি কারও নাম বাদ যায়, তার জন্য আন্দোলন করব, দরকারে নিজেদের নামও বাদ দিয়ে দেব। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, পার্থ নাকি জাল নথি দেখিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তুলেছেন। প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

ফর্ম পূরণে তাড়াহুড়ো করবেন না : শতাব্দী

সংবাদদাতা, বীরভূম : বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায় বৃহস্পতিবারও রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের ভোট সুরক্ষা শিবিরগুলো পরিদর্শন করলেন। সঙ্গে ছিলেন রামপুরহাট বিধানসভার বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্য তৃণমূল নেতৃত্ব। ভোট শিবির কেন্দ্র পরিদর্শন করার সময় শতাব্দী এলাকার মহিলা ভোটারদের সচেতন করেন। বলেন, বাড়িতে যখন ফর্ম দিতে বিএলও আসবেন, তাড়াহুড়ো করবেন না ফর্ম ফিলআপ করার জন্য। কারণ, সামান্য ভুল হলে আপনার নাম বাদ চলে যেতে পারে। পরে আপনি এনআরসির তালিকাভুক্ত হয়ে যাবেন। ভুলে যাবেন না পশ্চিম বাংলার পাশের রাজ্য অসমে বিজেপি

ভোট সুরক্ষা শিবিরে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে শতাব্দী রায়।

ষড়যন্ত্র করে ১৪ লক্ষ হিন্দুদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়েছে। কারণ তাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। কোথাও যদি ফর্ম ফিলআপ করতে অসুবিধা হয়, তাহলে ভোটসুরক্ষা ক্যাম্পে গিয়ে সাহায্য নিন। বাড়ির প্রত্যেকের নাম তোলার ব্যবস্থা করবেন। বিরোধীরা নানারকম ষড়যন্ত্র করবে নম্বর দেওয়ার কিন্তু কোনওভাবেই তাদের ষড়যন্ত্রে পা দেবেন না। বিজেপির উদ্দেশ্য পেছনে দরজা দিয়ে বাংলার ক্ষমতা দখল করা। তার জন্য সব রকমের ছলচাতুরি সাহায্য নেবে। আমাদের দায়িত্ব মানুষকে সচেতন করে সঠিকভাবে পরিচালনা করা। গ্রাম্য এলাকায় এখনো বহু মানুষ এস আই আর নিয়ে বিভ্রান্ত রয়েছে। তাদেরকে দলের কর্মীরা আশ্বস্ত করবে। সাহায্য করবে। বিজেপির এই ঘৃণ্য চক্রান্ত প্রথম মানুষের নজরে নিয়ে এসেছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মহারাষ্ট্র নির্বাচনের আগে বিজেপি যে ষড়যন্ত্র করেছিল সেটা মহারাষ্ট্রের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বুঝতে পারেনি। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বিজেপির এই চালাকি ধরে ফেলেছেন।

এসআইআর আতঙ্কে, মৃত্যুমিছিল

(প্রথম পাতার পর)

তাঁর মা-বাবারও নাম নেই। আবার পুরনো কোনও নথিও তাঁর কাছে ছিল না। এই কারণে চলতি বছর ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে কীভাবে নাম তুলবেন তা নিয়ে চিন্তায় ছিলেন তারক। তার ভয়েই বৃহস্পতিবার গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি বলে জানান পরিবারের সদস্যরা। তদন্ত শুরু করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, বহরমপুর পুরসভার ২৪ নং ওয়ার্ডের গান্ধী কলোনি উত্তরপাড়া এলাকার বাসিন্দা ছিলেন তারক। দীর্ঘ কয়েক বছর ওই এলাকাতেই তাঁদের বসবাস। পরিবারের দাবি, এসআইআর আবহে চরম দুশ্চিন্তায় ছিলেন তিনি। দেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার আতঙ্কে বৃহস্পতিবার দুপুরে গলায় ফাঁস দিয়ে গাছ থেকে ঝুলে পড়ে আত্মঘাতী হন তারক। ওই অবস্থায় তাঁকে দেখে বহরমপুর থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। উদ্ধার করে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন। তারকের মৃত্যুর পর এসআইআর-আতঙ্ক ঘিরে ধরেছে ওই এলাকার বাসিন্দাদের। খবর পাওয়ামাত্র ঘটনাস্থলে পৌঁছন বহরমপুর পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর জয়ন্ত প্রামানিক। তিনি বলেন, বিরোধীরা চক্রান্ত করে ভুল তথ্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করে তুলছে। এলাকার মানুষদের আতঙ্কিত না-হওয়ার কথা বলব। তারক সাহার স্ত্রী প্রিয়া সাহা পরিচারিকার কাজ করেন। ঘটনার সময় তিনি বাড়ি ছিলেন না। প্রিয়া জানান, আগের রাতে তাঁর স্বামী ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না পেয়ে আতঙ্কে ছিলেন। বিষয়টি বন্ধুবান্ধবদেরও জানিয়েছিলেন। আর আজই তাঁর ঝুলন্ত দেহ পাওয়া গেল। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বহরমপুর থানার পুলিশ।

মৃত বিমান প্রামাণিক।

একই দিনে ইলামবাজারের পর এসআইআর আতঙ্কে বীরভূমের সাঁইথিয়ার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিমান প্রামাণিকের মৃত্যু হল। বিমানের পরিবারের দাবি, এসআইআর ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই আতঙ্কে ভুগছিলেন বিমান। ২০০২-এর ভোটার তালিকায় বিমানের পদবি বদল হয়ে যায়। তালিকায় নাম হয়ে যায় বিমান পাল। মৃতের ভাই বিধান প্রামাণিক জানিয়েছেন, ২০০২ সালে যখন এসআইআর হয় তখন দাদার নামের পদবি প্রামাণিকের বদলে পাল হয়ে যায়। এতদিন কোনও চিন্তায় ছিল না দাদা। কিন্তু এই বছর নতুন করে এসআইআর ঘোষণা হওয়ায় মারাত্মক চিন্তায় পড়ে দাদা। হামেশাই বলত, আমার নামের পদবি বদল হয়ে গিয়েছে, হয়তো আমাকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে। রাতে ঘুমাতে পারছিল না। মৃত্যুর আগে দাদা বলত অসমে অনেক হিন্দুকে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিয়েছে, আমাকেও মনে হয় পাঠিয়ে দেবে। পরিবারের সঙ্গে দেখা হবে না। এই বৃদ্ধ বয়সে কোথায় থাকব, এই চিন্তা শেষ করে দিচ্ছে। নতুন করে ফর্মে নাম তোলার বিষয়টি সামনে আসতেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে দাদা। বারবার বলতে থাকে কোনওভাবেই বোধহয় আর সাঁইথিয়াতে থাকা হবে না। বুধবার রাতে হঠাৎ করেই প্রচণ্ড বুকে যন্ত্রণা অনুভব করে, এরপর আমরা তড়িঘড়ি সাঁইথিয়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাই। হাসপাতালে ভর্তি করার আগেই মৃত্যু হয় দাদার। বিধানের আরও দাবি, দাদা অত্যন্ত প্রাণোচ্ছল মানুষ ছিলেন। সারাদিন পাড়ায় মানুষের সঙ্গে আড্ডা দিতেন। সেই মানুষ গত পাঁচদিন একদম চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। সারাদিন মনমরা হয়ে থাকতেন। বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি যদি সমস্যা হয় সকলের হবে, পরিবারের কেউ তোমায় একা ছেড়ে দেবে না। তাও দাদা আতঙ্কে ছিল। বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন জানিয়েছেন, বিষয়টি আমরা দেখছি। প্রশাসনিক স্তর থেকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

রাজ্য সঙ্গীত স্কুলের প্রার্থনা সঙ্গীতও

(প্রথম পাতার পর)

উচ্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধানদের এই মর্মে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করার কথাও বলা হয়েছে। এই নিয়ম পালনের ক্ষেত্রে কোনওরকম শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না।

এই বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমত্যানুসারে, এখন থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি সরকারি ও সরকার পোষিত বিদ্যালয়ে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৯০৫ সালে রচিত বিখ্যাত 'বাংলার মাটি বাংলার জল' গানটি বিদ্যালয়ের প্রারম্ভে প্রার্থনা সঙ্গীত হিসেবে গাওয়ার জন্য অনুমোদিত হল। কবি কর্তৃক রচিত ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'জনমনগণ অধিনায়ক জয় হে' প্রতি বিদ্যালয়ে নিয়মিত গাওয়ার পাশাপাশি, এই রাজ্য সঙ্গীত গীত হলে, তা সমগ্র রাজ্যের সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যের বিশেষ অনুঘটক হিসেবে সর্বদা সজাগ ও সক্রিয় থাকবে বলে আমরা দৃঢ়বিশ্বাসী। এই গানটি বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ঐক্য এবং পরিচয়ের এক অসামান্য প্রতীক। স্কুলস্তরে এই গানটিকে বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে রাজ্য সরকার এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সেই সিদ্ধান্তকেই বাস্তবায়িত করার পথে একটি চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করল।

ফের নয়া ইতিহাস গড়ার পথে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো। ইসরো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করল যে, ভারত প্রথমবার মঙ্গল গ্রহে অবতরণের চেষ্টা করবে। ইসরো চেয়ারম্যান ড. ভি নারায়ণন নিশ্চিত করেছেন, মঙ্গলযান-২ মিশন ২০৩০ সালে উৎক্ষেপণের জন্য নির্ধারিত হয়েছে

দিল্লি দরবার

প্রথম দফায় ভোট পড়ল ৬৪.৬৬%

বিহারে উপমুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ে জুতো-গোবর ছুঁড়লেন গ্রামবাসীরা

পাটনা: বিহারে বিজেপির উপমুখ্যমন্ত্রীর কনভয় লক্ষ্য করে ছোঁড়া হল পাথর, জুতো আর গোবর। 'মুর্দাবাদ' ধ্বনি উঠল তাঁরই নিজের কেন্দ্র লখিসরাইতে। বৃহস্পতিবার বিহার বিধানসভার প্রথম দফায় বিহারে এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ভোট পড়ল। ৬৪.৬৬ শতাংশ%। এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ ভোট পড়েছে বেগুসরাইতে, ৫৯.৮২%। সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে পাটনায় ৪৮.৬৯%। প্রথম দফার ভোটে একটাই অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া গিয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিনহার কনভয়ে ছোঁড়া হয়েছে পাথর, গোবর আর চপ্পল। লখিসরাই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিজয়কুমার একটি বুথে যাওয়ার সময় তাঁর কনভয়ের গাড়িগুলোকে লক্ষ্য করে কে বা কারা পাথর, চপ্পল আর গোবর ছোঁড়ে। 'মুর্দাবাদ' ধ্বনি দেয় একদল লোক। তবে অক্ষত উপমুখ্যমন্ত্রী। ক্ষুব্ধ উপমুখ্যমন্ত্রী বুলডোজার অ্যাকশনের হুমকি দিয়ে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন আরজেডির দিকে। কিন্তু হামলার অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে আরজেডি। পুলিশও জানিয়েছে, বিক্ষোভ দেখিয়েছেন গ্রামবাসীরা। এদিকে আরজেডির বেশ কিছু শক্তঘাঁটিতে কয়েকটি বুথে জোর করে বিদ্যুৎ পরিষেবা এদিন বন্ধ রাখা হয়েছিল বলে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছে আরজেডি। তবে জয়ের ব্যাপারে রীতিমতো আত্মবিশ্বাসী আরজেডির শীর্ষনেতা লালুপ্রসাদ যাদব। স্ত্রী রাবড়ি দেবীকে নিয়ে পটনার একটি বুথে ভোট দিয়ে বেরিয়ে লালু বললেন, বদল হবে। পাটনাতেই স্ত্রী রাজশ্রী যাদবকে নিয়ে ভোট দিলেন লালুপুত্র তেজস্বী যাদব। তাঁর দাবি, ১৪ নভেম্বর বিহারে নতুন সরকার গঠিত হবে।

বিহারের মোট ২৪৩টি আসনের মধ্যে ১২১টিতে বৃহস্পতিবার ছিল প্রথম দফার ভোট। শুরু হয়েছিল সকাল ৭টায়। কয়েকটি বিশেষ কেন্দ্র ছাড়া ভোটগ্রহণ পর্বের শেষ বিকেল ৬টায়। তবে কিছু কেন্দ্রে এই সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয় বিকেল ৫টা পর্যন্ত। এদিন ভোটগ্রহণ হয় পাটনা, দ্বারভাঙা, মধেপুরা, সহরসা, মুজফফরপুর, গোপালগঞ্জ, সিওয়ান, সারণ, বৈশালী, সমস্তিপুর, বেগুসরাই, লখিসরাই, মুঙ্গের, শেখোপুরা, নালন্দা, বক্সার এবং ভোজপুর জেলায়। উল্লেখযোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন তেজস্বী যাদব।

ভোটার জালিয়াতি, অবাক ব্রাজিলিয়ান মডেল

ভারতে যাইনি কখনও, না জানিয়েই স্টকছবি ব্যবহার করা হয়েছে আমার

নয়াদিল্লি: অবাক ব্রাজিলিয়ান মডেল ল্যারিসা। কীভাবে হরিয়ানার ভোটার তালিকায় তাঁর ছবি চলে এসেছে, তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না তিনি। সাফ জানিয়েছেন, আমি কোনওদিন ভারতে যাইনি। ভারতের রাজনীতি নিয়ে আমার আদৌ কোনও মাথাব্যথা নেই। পুরনো স্টক থেকে আমার ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। ওই ফটো কেনা হয়েছে স্টক ইমেজ প্ল্যাটফর্ম থেকে। এর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। এদিকে যাঁর নামের সঙ্গে ছবি ব্যবহার করা হয়েছে ব্রাজিলিয়ান মডেলের, সেই গুনিয়ারও মৃত্যু হয়েছে বছর দুয়েক আগেই। এই বিতর্কে রীতিমতো বেদনাহত তাঁর পরিবার। মৃত্যুর শংসাপত্র দেখিয়ে তাঁর শাশুড়ির প্রশ্ন, ২০২২-এর মার্চে তাঁর পুত্রবধূর মৃত্যু হলেও কীভাবে এখনও ভোটার তালিকায় নাম রয়ে গিয়েছে তাঁর। কীভাবেই বা গুনিয়া নামের সঙ্গে বসানো হয়েছে একজন বিদেশিনীর ছবি? মৃতার পরিবারের বক্তব্য, বিনোদের স্ত্রী গুনিয়া মৃত্যুর আগে শেষ ভোট দিয়েছিলেন।

হরিয়ানায় ভোটার জালিয়াতিতে যাঁর ছবি ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ, সেই ব্রাজিলিয়ান মডেলের নাম ল্যারিসা। এবার প্রকাশ্যে এসে নাম, পরিচয় জানালেন সেই মডেল। ভোটার তালিকায় তাঁর ছবি ব্যবহারে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তিনি। বুধবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে হরিয়ানায় কংগ্রেসের পরাজয়ের নেপথ্যে চক্রান্ত এবং ভোট জালিয়াতির অভিযোগ করেছিলেন। এক তরুণী ভোটারের ছবি প্রকাশ্যে এনে অভিযোগ করেন, রাই বিধানসভা কেন্দ্রের ১০টি বুথের ভোটার তালিকায় ২২ বার ব্যবহার করা হয়েছে ব্রাজিলিয়ান মডেলের ছবি।

মৃত সেই গুনিয়াও

বৃহস্পতিবার সকালে একটি ভিডিও প্রকাশ করে ওই ব্রাজিলিয়ান মডেলই নিজে জানিয়েছেন, তাঁর নাম ল্যারিসা। তাঁর বক্তব্য, পুরনো স্টক থেকে ছবি ব্যবহার করা হয়েছে। বর্তমানে আমি আর মডেলিং করি না। ভারতের রাজনীতি নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আমার ছবি নেওয়া হয়েছে কোনও স্টক ফটো থেকে। এটা আমার প্রথম জীবনের ছবি। সেই বিষয়ে আমাকে কিছুই জানানো হয়নি। এর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। বর্তমানে আমি একজন ডিজিটাল ইনফ্লুয়েন্সার ও হেয়ার ড্রেসারের কাজ করি। ভারতবাসীকে খুব ভালবাসি। আমি সবাইকে আশ্বস্ত করতে চাই, ছবিটা আমারই। তবে ভোট দেওয়া তো দূরের কথা, ভারতেই কোনওদিন যাইনি। তবে এই মুহূর্তে আমার প্রোফাইলে ভারতীয় ফলোয়ারের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। আমি সেই সমস্ত ভারতীয়দের ধন্যবাদ জানাই যাঁরা আমার প্রোফাইলের স্টোরি দেখছেন। আমার বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছে সংবাদমাধ্যম। আপনাদের ভাষা জানি না, তবে আমি কৃতজ্ঞ। অনেক সাংবাদিক আমার সাক্ষাৎকার চাইছেন। আমি তাঁদের বলতে চাই, এখন আমি কোনও মডেল নই, কোনও রহস্য নেই আমাকে ঘিরে।

জেএনইউ: ধূলিসাৎ এবিভিপি

নয়াদিল্লি: দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এক বছরের মধ্যেই ভরাডুবি হল এবিভিপির। প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট, সম্পাদক এইসব পদে নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে এবিভিপির ছাত্র সংগঠন। এআইএসএফ, আইসা, এসএফআই, ডিএসএফ এই চারটি সংগঠন নিয়ে বাম জোট এবারের নির্বাচনে সব ক'টি পদে জয় পেয়েছে। মঙ্গলবার জেএনইউ ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয়। রাত ৯টা থেকেই কড়া নিরাপত্তায় ভোট গণনা শুরু হয়। নির্বাচনে মোট ৬৭% ভোট পড়েছে। সেন্ট্রাল প্যানেলের চারটি পদের জন্য মোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২০ জন। যোগ্য নির্বাচক পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ৪৩ জন। এবারে গেরুয়া ছাত্র সংগঠনকে জোর ধাক্কা দিল বিরোধী জোট।

লেবার কনফারেন্স কেন এড়াচ্ছে কেন্দ্র?

নয়াদিল্লি: মোদি সরকারের জমানায় গত ১০ বছরে ইন্ডিয়ান লেবার কনফারেন্স হল না কেন? কেন্দ্রের কাছে রীতিমতো কৈফিয়ত তলব করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার লেবার, টেক্সটাইল এবং স্কিল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে এই প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলে দিলেন তিনি। ঋতব্রতের প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি কেন্দ্রীয় শ্রমসচিব। সাংসদ বলেন, ১৯৪২ সালে শুরু হয়েছিল এই কনফারেন্স। তারপর থেকে আয়োজন করা হয়েছিল মোট ৪৬টি অধিবেশনের। কিন্তু মোদি ক্ষমতায় আসার পর ২০১৫ সালের ২০ থেকে ২১ জুলাই, একবারই আয়োজন করা হয়েছিল এই সম্মেলনের। অথচ এই কনফারেন্সেই জাতীয় শ্রম নীতি, চুক্তির ভিত্তিতে শ্রমিক নিয়োগ, ন্যূনতম বেতন এবং শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে মত বিনিময় হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু কেন বারবার এই কনফারেন্স এড়িয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, সেটাই রহস্যের।

বহিষ্কৃত অধ্যাপককে ফেরানোর দাবি, সার্ককে চিঠি দিলেন বিশ্বের ৩০০ অধ্যাপক-গবেষক

নয়াদিল্লি: দিল্লির সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি অধ্যাপক স্নেহাশিস ভট্টাচার্যকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা করে সার্ককে চিঠি লিখলেন সারা বিশ্বের ৩০০ অধ্যাপক-গবেষক। তাঁদের অভিযোগ, অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে স্নেহাশিসকে। এব্যাপারে সার্ককে হস্তক্ষেপ করে তাঁকে চাকরিতে ফেরানোর দাবি করেছেন অধ্যাপ-গবেষকরা। পড়ুয়াদের আন্দোলনে উসকানি দেওয়ার অভিযোগে প্রথমে সাসপেন্ড করা হয়েছিল স্নেহাশিসকে। দু'বছর সাসপেন্ড থাকার পরে তাঁকে বহিষ্কার করে দিল্লির সাউথ এশিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়। বিতর্কটা কোথায়? ২০২২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের একাংশ আন্দোলন শুরু করেছিল বৃত্তির অঙ্ক বাড়ানোর দাবিতে। শুধু তাই নয়, একটি হেনস্থার ঘটনার বিচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ কমিটিতে পড়ুয়াদের প্রতিনিধি রাখারও দাবি জানিয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা। অভিযোগ, পুলিশ ডেকে পড়ুয়াদের এই আন্দোলন ভেঙে দেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই ঘটনার নিন্দায় যাঁরা সরব হয়েছিলেন তাঁদেরই অন্যতম অর্থনীতির অধ্যাপক স্নেহাশিস ভট্টাচার্য। তাঁকে সাসপেন্ড এবং বহিষ্কারের সিদ্ধান্তকে প্রতিহিংসামূলক আখ্যা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আগেই চিঠি দিয়েছিল অধ্যাপকদের সংগঠন ফেডারেশন অফ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিজ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন। চিঠি লিখেছিলেন অর্থনীতি বিভাগের ১০১ জন প্রাক্তনীও। দিল্লি হাইকোর্টে গিয়েও সুরাহা পাননি শাস্তিপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

আধার কার্ড নিয়ে কেন মিথ্যাচার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর? প্রশ্ন তুলল তৃণমূল

নয়াদিল্লি: আধার কার্ড নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির বিভ্রান্তিকর প্রচারের মুখের উপর জবাব দিল তৃণমূল। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখেল তথ্য দিয়ে প্রমাণ করলেন গেরুয়া সরকারের মিথ্যাচার। সোশ্যাল মিডিয়ায় সাকেত বলেছেন, গত কয়েকবছর ধরে অমিত শাহ এবং তাঁর দল বিজেপি ক্রমাগত দাবি করে চলেছে, প্রচুর বিদেশি অনুপ্রবেশকারীকে আধার কার্ড পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা সর্বৈব মিথ্যা। কারণ মনে রাখা উচিত আধার কার্ড ইস্যু করে মোদি সরকারের ইউআইডিএআই। রাজ্য সরকার নয়। আমি ইউআইডিএআইকে এব্যাপারে চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছিলাম, কতজন বিদেশিকে আধার কার্ড দেওয়া হয়েছে? তারা উত্তরে জানিয়েছে, আধার কার্ড ইস্যু করা হয়েছে ১১,২৭২ জন বিদেশিকে। যদি সেটাই হয়, তাহলে এটা স্পষ্ট যে বাকিরা সবাই ভারতীয় নাগরিক। সেক্ষেত্রে কেন নির্বাচন কমিশন দাবি করছে, নাগরিকত্বের প্রমাণ হতে পারে না আধার কার্ড? আসলে নির্বাচন কমিশন যে এসআইআরের আড়ালে এনআরসি শুরু করেছে তা স্পষ্ট।

দেশ বিদেশ

7 November, 2025 • Friday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভারতের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় করছে বাংলাদেশ। বাণিজ্যের সাথে এবার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও ইসলামাবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি করছে ঢাকা। প্রায় ১৮ বছর পর তাই পাকিস্তানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন বাংলাদেশি শিল্পীরা

ভোট জিহাদ! মামদানির জয়কে কটাক্ষ বিজেপির

মুম্বই: নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে জিতে রেকর্ড গড়েছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত তথা মুসলিম সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নেতা জোহরান মামদানি। সুদূর আমেরিকার বৃহত্তম শহরে এক প্রগতিশীল, উদারমনস্ক তরুণ নেতার জয়ে কি এখানেও সিঁদুরে মেঘ দেখছে ভারতীয় জনতা পার্টি? কারণ ট্রাম্পের প্রার্থীকে হারানো ডেমোক্র্যাট নেতার জয় নিয়ে এবার বিতর্কিত মন্তব্য করে বসলেন বিজেপি নেতা অমিত সাতম। মুম্বইয়ে কোনও 'খান'-কে মেয়র হতে দেওয়া হবে না বলে মুম্বই বিজেপির সভাপতি এবং আন্ধেরি পশ্চিমের এই বিধায়ক রীতিমতো হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁর এই মন্তব্যই স্পষ্ট করে দিয়েছে সংখ্যালঘু বিদ্বেষী ও বিভাজনপন্থী বিজেপি দলের নেতাদের মানসিকতা। মামদানির জয়কে 'ভোট জিহাদ' বলেও কটাক্ষ করেছেন মহারাষ্ট্রের প্রথম সারির এই বিজেপি নেতা। স্বাভাবিকভাবেই বিজেপি নেতার এই সংখ্যালঘু-বিদ্বেষী মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা। বিজেপি নেতার মন্তব্য এদেশে সংখ্যালঘুদের অবস্থা বুঝিয়ে দিল বলে সরব হয়েছেন বিরোধীরা।

হাতে মাত্র কয়েকদিন, এরপরই মুম্বইয়ের পুরসভা নির্বাচন। নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে অমিত লেখেন, 'মুম্বইয়ে কোনও 'খান'-কে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হলে বরদাস্ত করব না। মুম্বইবাসী জেগে উঠুন।' যদিও এই ক্ষেত্রে মামদানির নাম নেননি তিনি ইঙ্গিতটা যে সেদিকেই ছিল তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মামদানির জয়কে 'ভোট জিহাদ' বলে কটাক্ষ করে বিজেপি নেতা বলেন, নিউইয়র্কে যে রাজনীতি হচ্ছে, মুম্বইয়ে সেটা আনার চেষ্টা চলছে। বৃহন্মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (বিএমসি)-এর নির্বাচনকে ঘিরে 'স্থানীয় বনাম বহিরাগত' বিতর্ক শুরু হয়েছে। মামদানির জয়কে খোঁচা দিয়ে বিজেপি নেতা বোঝানোর চেষ্টা করেন, শহরের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় বদলে দেওয়ার চেষ্টা কোনও ভাবেই মানা হবে না। তাঁর মতে, রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রাখতে অনেক দলই তোষণের পথ বেছে নিচ্ছে, মুম্বইকে তাদের থেকে রক্ষা করতে হবে। প্রসঙ্গত, ২০২২ থেকে বৃহন্মুম্বই পুরসভার নির্বাচন বন্ধ রয়েছে। তবে ২০২৬-এর ৩১ মার্চের মধ্যে নির্বাচন করাতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এবার বিজেপির সঙ্গে লড়াইয়ে নামছে শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে) এবং কংগ্রেসের মহাবিকাশ আঘাড়ি জোট।

আরও একধাপ এগিয়ে ফের ভাঙা রেকর্ড বাজালেন ট্রাম্প

মায়ামি: সুর খানিক চড়িয়ে ফের ভাঙা রেকর্ড বাজালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ফের নিজের কৃতিত্ব দাবি করে বললেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ থামিয়েছেন তিনিই। তবে নতুন বিষয় হল, এবার অতীতের হিসাবের ভুল ধরিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জানিয়েছেন, পাঁচ অথবা সাত নয়, আসলে আটটি বিমান গুলি করে নামানো হয়েছিল। যদিও ওই বিমানগুলি কোন দেশের ছিল, সেই সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি ট্রাম্প।

মায়ামিতে আমেরিকা বিজনেস ফোরামে এই মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেইসঙ্গে তাঁর দাবি, শুল্ক চাপানো এবং বাণিজ্যচুক্তি

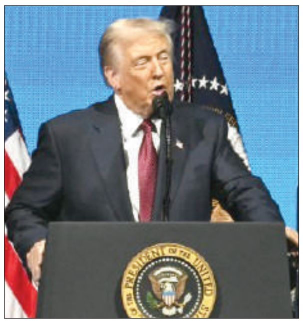

বাতিল করার 'হুঁশিয়ারি' দিয়ে দুই পরমাণু শক্তিধর দেশকে যুদ্ধ থেকে বিরত করেছিলেন তিনিই। যুদ্ধ থামানোর কৃতিত্ব দাবি করে ট্রাম্প বলেন, তখন আমি ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে একটি বাণিজ্যচুক্তির মাঝামাঝি জায়গায় ছিলাম। সেইসময় আমি সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় পড়লাম, দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গিয়েছে এবং সাতটি বিমান গুলি করে নামানো হয় ও আর একটি গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আসলে তখন আটটি বিমানই গুলি করে নামানো হয়। আমি বলেছিলাম, তোমরা সংঘর্ষবিরতিতে রাজি না হলে আমি তোমাদের সঙ্গে কোনও বাণিজ্যচুক্তি করব না। এর পরেই দুই দেশের যুদ্ধ থামে বলে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি। এই দফায় নতুন করে আটটি যুদ্ধবিমান নামানোর কথা জানালেও সেগুলি কোন দেশের তা নিয়ে নীরব থেকেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

নয়ডার অভিজাত এলাকার নর্দমায় মহিলার মুণ্ডহীন নগ্নদেহ উদ্ধার

নয়ডা: বৃহস্পতিবার সকালে ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকল নয়ডার এক অভিজাত এলাকা। এদিন সকালে সেক্টর ১০৮-এর নর্দমা থেকে উদ্ধার হয় এক মহিলার মুণ্ডহীন, নগ্নদেহ। স্বাভাবিকভাবেই অভিজাত জনবহুল এলাকায় এমন ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা চত্বরে। প্রশ্নের মুখে বিজেপি রাজ্যটির আইনশৃঙ্খলা।

পুলিশ সূত্রে খবর, নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে ওই মহিলাকে। শুধু তাই নয়, দেহটির মাথা ও দুই হাত কেটে ফেলা হয়েছে। এদিন প্রাতঃভ্রমণের সময় দেহটি স্থানীয়দের চোখে পড়ে। খবর পেয়ে সেক্টর ৩৯ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, অন্যত্র মহিলাকে খুন করে দেহ টুকরো টুকরো করে ওই জায়গায় ফেলা হয়েছে। দেহটি কোথা থেকে আনা হয়েছে বা ঠিক কী কারণে খুন, খুনের আগে ধর্ষণ করা হয়েছে কি না, তার কোনও সূত্র এখনও পাওয়া যায়নি।

নয়ডা পুলিশের তরফে জানানো হয়, মৃত মহিলার পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে। আইনি প্রক্রিয়াও চালু হয়েছে। ঘটনাটির তদন্তে বিশেষ টিম গঠন করা হয়েছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এরকম ভয়াবহ খুনের নেপথ্যে কোনও প্রতিহিংসাজনিত কারণ থাকতে পারে বলেই মনে করছে পুলিশ। বাসিন্দাদের সাথে কথা বলার পাশাপাশি ময়নাতদন্ত রিপোর্ট এবং সিসিটিভি ফুটেজের উপরেই নির্ভর করে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে।

পাইলটের দেখা নেই ৩ ঘণ্টা! দেরিতে বিমান ছেড়ে রোষের মুখে ইন্ডিগো

মুম্বই: আবার প্রশ্নের মুখে পড়ল ইন্ডিগোর উড়ান পরিষেবা। কিছুদিন আগেই বিমান পরিচালনা সংক্রান্ত গাফিলতির জেরে ডিজিসিএ-র নির্দেশে বড় অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয় ইন্ডিগো। তারপর আবার নতুন করে উঠল পরিষেবা সংক্রান্ত গাফিলতির অভিযোগ। এবার পাইলট দেরিতে আসায় নির্ধারিত সময়ের তিনঘণ্টা পর গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দিল ইন্ডিগোর বিমান। আর সেই পুরো সময়টা বিমানেই বসে থাকতে হয় যাত্রীদের।

ইতিমধ্যেই ইন্ডিগোর এক যাত্রীর এই সংক্রান্ত ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। মুম্বইয়ের টার্মিনাল ২ থেকে রাজকোটগামী ইন্ডিগোর বিমান ৬ই- ৬১৩৩-এর এই ঘটনা নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করছেন সেই যাত্রী। নিন্দায় সরব হয়েছে নেটপাড়া। অনেকেই নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতা পরপর শেয়ার করেছেন পোস্টে।

এই ঘটনা নিয়ে যাত্রীদের অভিযোগ, উড়ানে বোর্ডিং শেষ হওয়ার পর সবাই দেখলেন নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও বিমান ছাড়ছে না। দীর্ঘসময় ধরে বিমানের ভেতরেই বসে থাকতে হয় তাঁদের। পরে জানানো হয়, 'অপারেশনাল সমস্যা'-র কারণে দেরি হচ্ছে। প্রথমে বিমানের সময় সকাল ৭টা ৫৫ থেকে বদলে ৮টা ৪০ করা হয়, তারপর জানানো হয়, আরও ৪০ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। এরপর কেবিন ক্রুরা যাত্রীদের জানান, পাইলট দেরিতে পৌঁছনোর ফলেই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। ক্যাপ্টেন উপস্থিত ছিলেন না বলেই বিমান ছাড়েনি। কিছুক্ষণ পর জানানো হয় সকাল সাড়ে ১০টায় বিমান ছাড়বে।

এরপরেই বিমান সংস্থার চূড়ান্ত অব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। ইন্ডিগোর তরফে স্পষ্ট তথ্য না দেওয়া ও দায়িত্ববোধের অভাব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বিষয়টি নজরে আসার পর ইন্ডিগো শেষপর্যন্ত বিবৃতি দিয়ে জানায়, অপ্রত্যাশিত কিছু সমস্যার জেরে ফ্লাইট দেরি হয়েছে। অপেক্ষার সময় যাত্রীদের খাবার ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হয়েছিল বলেও দাবি সংস্থার। ভুক্তভোগী এক যাত্রী রিফান্ডের আবেদন করেছিলেন এবং তাঁকে বলা হয়েছে, ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তিনি টাকা ফেরত পাবেন।

হোটেলে ডেকে নিয়ে গিয়ে সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীকে গণধর্ষণ যোগীরাজ্যে

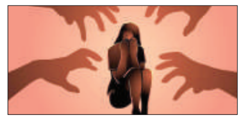

লখনউ: আবার নাবালিকাকে গণধর্ষণ যোগীরাজ্যে। সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীকে হোটেলে নিয়ে গিয়ে তাকে গণধর্ষণ করা হল লখনউয়ে। নির্যাতিতার মায়ের অভিযোগ, তাঁর মেয়ের সঙ্গে এক যুবকের পরিচয় হয়েছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। ওই যুবকের ডাকে ১০ অক্টোবর রাত ১০টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় ছাত্রীটি। তারপরে তাকে একটি হোটেলে নিয়ে যায় যুবকটি। সঙ্গে ছিল আরও দু'জন। ছাত্রীটিকে মারধর করে গণধর্ষণ করে ৩ জন। প্রাণে মেরে ফেলারও হুমকি দেয়। ছাত্রীর মায়ের অভিযোগে দু'জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আঞ্চলিক ভাষার ছবি

(প্রথম পাতার পর)

গ্রুপের নাচ দিয়ে। 'এসো মনের দরজা খোলো, এসো এখনই আলো জ্বালো' গানটির কথা ও সুর দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। স্টেডিয়ামে এদিন প্রথম সারিতে ছিলেন পরিচালক রমেশ সিপ্পি ও তাঁর সহধর্মিণী কিরণ জুনেজা, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, পরিচালক ও উৎসব কমিটির চেয়ারপার্সন গৌতম ঘোষ, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দেব, জিৎ, প্রযোজক শ্রীকান্ত মোহতা, চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী, শত্রুঘ্ন সিনহা, আরতি মুখোপাধ্যায়, সুজয় ঘোষ, তিলোত্তমা সোম, ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, কোয়েল মল্লিক, রাজ চক্রবর্তী, পাওলি দাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই পরিচালক রমেশ সিপ্পিকে সংবর্ধনা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাতে মা দুর্গার মূর্তি তুলে দিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। দেব সংবর্ধনা জানালেন বাংলার গর্ব সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। সুজয় ঘোষকে সংবর্ধনা জানালেন টলিউডের 'ইন্ডাস্ট্রি' প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। 'কাহানি ৩' হচ্ছে কি না পরমব্রতর সেই প্রশ্নের উত্তরে সম্মতিও জানালেন তিনি। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মাত্র কয়েকদিন আগে গৌতম ঘোষের স্ত্রী মারা গিয়েছেন, তিনি ব্যথিত শোকার্ত তবুও উৎসব কমিটির চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন। আমরা রমেশ সিপ্পির মতো মানুষকে পেয়ে গর্বিত। তিনি কলকাতায় কিছু করতে চেয়েছেন। আমাদের সবরকম সহযোগিতা থাকবে। আরতি মুখোপাধ্যায় এবং শত্রুঘ্ন সিনহাকে আমরা বঙ্গবিভূষণ দিতে পেরে অত্যন্ত গর্বিত। উনি আমাদের অনেক কিছু দিয়েছেন। আমরা আরতি মুখোপাধ্যায়কে কিছুই দিতে পারিনি। পরিচালক রমেশ সিপ্পি বলেন, বহু চলচ্চিত্র উৎসবে গিয়েছি দেশ-বিদেশে। কিন্তু কলকাতায় এসে অন্যরকম লাগছে। কলকাতা বরাবরই আমার কাছে আলাদা অনুভূতি। এরকমটা কোথাও দেখিনি। আমিও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি, আপনারা আসুন, ছবি দেখুন। গৌতম ঘোষ বলেন, ৬ থেকে ১৩ নভেম্বর কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। ছবির কোনও সীমানা হয় না। সব সীমানা ছাড়িয়ে গোটা পৃথিবীর ছবি আমরা দেখব এখানে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পার্টনার কান্ট্রি পোল্যান্ডকে স্বাগত ও ধন্যবাদ জানান। বিদেশি অতিথিদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, কলকাতা ঘুরে দেখুন, ছবি দেখুন। আমরা আছি, আপনাদের কোনও সমস্যা হবে না। আপনারা ভাল করে থাকুন। ছবির উৎসবে শামিল হোন। প্রসঙ্গত, এই বছর দেখানো হবে মোট ৩৯টি দেশের ২১৫টি ছবি, যার মধ্যে রয়েছে ১৮টি ভারতীয় ভাষা ও ৩০টি বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র। এছাড়া থাকছে বিশেষ বিভাগ 'গানে গানে সিনেমা', নানা সেমিনার ও আলোচনাসভা। স্বাভাবিকভাবেই সিনেমাপ্রেমীদের জন্য এই এক সপ্তাহ জমজমাট হতে চলেছে সেই বিষয়ে সন্দেহ নেই। এদিন গৌতম ঘোষ, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সুজয় ঘোষ, রমেশ সিপ্পি, শত্রুঘ্ন সিনহা বক্তব্য রাখেন। এদিন এখান থেকেই যুবভারতী হকি স্টেডিয়ামের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে উৎসবের সূচনা-অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন-সহ আরও অনেকে। ছিলেন টালিগঞ্জের কলাকুশলীরাও। সঞ্চালনায় ছিলেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও জুন মালিয়া।

ফিলাপ হলেই তারপর আমি

(প্রথম পাতার পর)

তাঁর সেই পোস্টটি হুবহু তুলে দেওয়া হল—গতকাল দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও আমাদের পাড়ায় এসেছিলেন তাঁদের নির্দিষ্ট কাজ করতে। কর্মসূত্রে আমার রেসিডেন্স অফিসে এসে- রেসিডেন্সের ক'জন ভোটার জেনেছেন এবং ফর্ম দিয়ে গিয়েছেন। যতক্ষণ না বাংলার প্রতিটি মানুষ ফর্ম পূরণ করছেন, আমি নিজে কোনও ফর্ম পূরণ করিনি এবং করবও না। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও সংবাদপত্র প্রকাশ করেছে যে, 'আমি বাসভবন থেকে বেরিয়ে এসে নিজের হাতে বিএলওর কাছ থেকে এনুমারেশন ফর্ম গ্রহণ করেছি।' এই খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার।

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে আজ সকাল সাড়ে ১১টায় শিশির মঞ্চে সত্যজিৎ রায় স্মারক বক্তৃতা প্রদান করবেন রমেশ সিপ্পি। উৎসবে তাঁর পরিচালিত 'শোলে' সিনেমার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপিত হচ্ছে

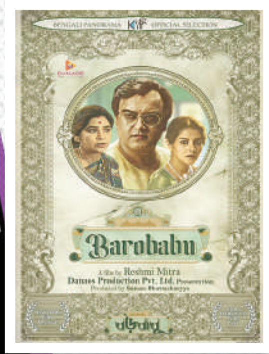

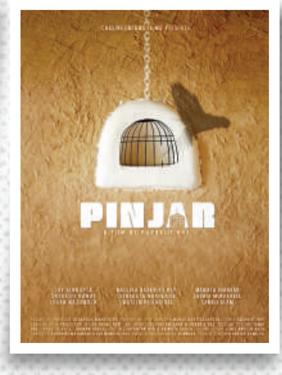

আলোচনার কেন্দ্রে বেঙ্গলি প্যানোরামা

Kolkata International Film Festival
(Accredited by FIAPF)
6-13 November 2025

৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'বেঙ্গলি প্যানোরামা' বিভাগে দেখানো হচ্ছে মোট সাতটি ছবি। আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকা ছবিগুলোর উপর আলোকপাত করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

শুরু হয়েছে ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আয়োজিত এই উৎসবে দেখানো হচ্ছে দেশ-বিদেশের ২১৫টি ছবি। তার মধ্যে ১৮৫টি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি এবং ৩০টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি। ১৮টি ভারতীয় ভাষার এবং ৩৯টি বিদেশি ভাষার ছবি জায়গা পেয়েছে। প্রেক্ষাগৃহের সংখ্যা ২০। উৎসাহের সঙ্গে ছবি দেখছেন সিনেপ্রেমীরা। প্রতি বছর আকর্ষণের কেন্দ্রে থাকে 'বেঙ্গলি প্যানোরামা' বিভাগটি। দর্শকরা মুখিয়ে থাকেন ছবিগুলোর জন্য। কারণ, এখানে দেখা যায় বিষয় বৈচিত্র্য, মৌলিক চিন্তাভাবনার প্রকাশ। ছবিগুলো জাগায় এবং ভাবায়। এই বছর এই বিভাগে মোট সাতটি ছবি দেখানো হচ্ছে। ছবিগুলো আছে জোর চর্চায়।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর জীবন অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে 'বড়বাবু'। পরিচালনায় রেশমি মিত্র। ১৩২ মিনিটের ছবিটি ঘিরে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। থিয়েটারে শিশিরকুমারের অবদান, তৎকালীন থিয়েটারের ইতিহাসের পাশাপাশি উঠে এসেছে তাঁর জীবনের বর্ণময় দিকগুলো। শিশিরকুমারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুজন নীল মুখোপাধ্যায়। প্রভাদেবীর চরিত্রে রয়েছেন সুদীপ্তা চক্রবর্তী। কঙ্কাবতীর চরিত্রে পায়েল সরকার। সঙ্গীত পরিচালনায় বিক্রম ঘোষ। কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে। এছাড়াও আছে সেই সময়কার নাটকের গান। 'বেঙ্গলি প্যানোরামা' বিভাগে ৭ নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে সন্ধে সাড়ে ছটায় এবং ৯ নভেম্বর নজরুল তীর্থ ২-এ সন্ধে ছটায় দেখানো হবে ছবিটি।

জোর চর্চায় সুমন মৈত্র পরিচালিত 'অ২'। এই বছর পালিত হচ্ছে কিংবদন্তি চলচ্চিত্র পরিচালক ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবর্ষ। ছবিটির মধ্যে দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়েছে তাঁর প্রতি। স্বাধীনভাবে নির্মিত ১১৭ মিনিটের এই ছবির কাহিনি দানা বেঁধেছে অপুকে ঘিরে। সৃষ্টিশীল মন তাঁর। লেখালিখির প্রতি টান। জীবনে রয়েছে অপূর্ণতা। সৃষ্টির মধ্যে মিশিয়ে দেন নিজের জীবন, স্বপ্ন এবং অতৃপ্তি। আছেন দুর্গাও। তিনি এক আধুনিকা নারী। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন রৌনক ভট্টাচার্য, অঙ্কিতা ব্রহ্ম, মেহুলি সরকার, শ্রেয়সী রায় বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণ চট্টোপাধ্যায়। চলচ্চিত্র উৎসবে ১০ নভেম্বর নজরুল তীর্থ ২-এ বিকেল পাঁচটা এবং ১২ নভেম্বর রবীন্দ্রসদনে সন্ধে সাড়ে ছটায় দেখানো হবে ছবিটি।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'বাঘু মান্নার বরাত' গল্প অবলম্বনে নির্মিত হয়েছে 'হালুম'। পরিচালনায় রাজা চন্দ। ১১৪ মিনিটের এই ছবিতে বীরভূমের পল্লিজীবনের সহজ সরল কাহিনি তুলে ধরা হয়েছে। বাঘু মান্নার চরিত্রে অভিনয় করেছেন সত্যম ভট্টাচার্য। ময়নার চরিত্রে পারিজাত চৌধুরী। পিয়ান অভিনয় করেছেন সুবলার চরিত্রে। জ্যোতি উকিলের চরিত্রে দেখা যাবে চন্দন সেনকে। লীলাময়ীর চরিত্রে সুদীপ্তা চক্রবর্তীকে। বেশিরভাগ অংশের শ্যুটিং হয়েছে শান্তিনিকেতনের নিরিবিলি জায়গায়। ছবিটি দেখানো হবে ৮ নভেম্বর রবীন্দ্রসদনে সন্ধে সাড়ে ছটায় এবং ১৩ নভেম্বর রাধা স্টুডিয়োয় সন্ধে সাড়ে ছটায়।

রুদ্রজিৎ রায় পরিচালিত 'পিঞ্জর'। ১৩৭ মিনিটের এই ছবির কাহিনি এগিয়েছে ইকবাল, তারক, শেফালি, ঝিমলি, পারমিতাদের কেন্দ্রে রেখে। এঁদের জীবনের নানারকম গল্পই এই ছবির প্রেক্ষাপট। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন মল্লিকা বন্দ্যোপাধ্যায় রায়, ঈশান মজুমদার, জয় সেনগুপ্ত, শতাক্ষী নন্দী, তথাগত মুখোপাধ্যায়, সাগ্নিক মুখোপাধ্যায়, স্বস্তিদীপা দাস, সামিউল আলম। একটি বিশেষ চরিত্রে আছেন মমতা শঙ্কর। উৎসবে ছবিটি দেখানো হবে ৮ নভেম্বর নজরুল তীর্থ-২-এ বিকেল পাঁচটায় এবং ১০ নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে সন্ধে সাড়ে ছটায়।

'গেট আপ কিংশুক' ছবিটি পরিচালনা করেছেন নন্দন ঘোষ। এটাই তাঁর প্রথম ছবি। ৭৮ মিনিটের এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্র কিংশুক। মফসসলে তাঁর জন্ম। কলকাতায় চাকরি করেন। যে বাড়িতে থাকেন, তার পাশেই থাকেন একটা মেয়ে। দুজনের মধ্যে প্রেম হয়। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুম আসে না কিংশুকের। ফলে উঠতে দেরি হয়। তার জন্য পড়েন নানা সমস্যায়। কিংশুকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাহির রাজ। অন্যান্য চরিত্রে সন্দীপন তপাদার, অণুতর্ষ মুখোপাধ্যায়, অরূপ কর, কৌশিক মণ্ডল, দীপান্বিতা দাস, ভাগ্যশ্রী রায়চৌধুরী, রাজশ্রী বিশ্বাস, মৌপর্ণা সাহা। উৎসবে ছবিটি দেখানো হবে ৭ নভেম্বর নজরুল তীর্থ ২-এ বিকেল পাঁচটায় এবং ১১ নভেম্বর রবীন্দ্রসদনে সন্ধে সাড়ে ছটায়।

পরিচালক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের সাদা-কালো ছবি '৮'। একজন স্বাধীন পরিচালক হিসেবে তিনি ৮ বছর ধরে যে-সব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তা-ই উজাড় করেছেন ৭৯ মিনিটের এই ছবিতে। অভিনয়ে সুরাইয়া পরভিন, জগন্নাথ চক্রবর্তী। গল্প, চিত্রনাট্য, সিনেমাটোগ্রাফি, এডিটিং, সাউন্ড রেকর্ডিং— সবই পরিচালকের নিজের। ৮ নভেম্বর রাধা স্টুডিয়োয় বিকেল চারটেয় এবং ১১ নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে বিকেল চারটেয় দেখানো হবে ছবিটি।

চন্দ্রাশিস রায় পরিচালিত 'পড়শি' একটি জমজমাট থ্রিলার। ছড়িয়ে রয়েছে আলোকালো রহস্যের জাল। কাহিনির কেন্দ্রে এক যুবক। তিনি একজন খুনি সম্বন্ধে জানতে পারেন। ফলে তাঁর মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। ১০২ মিনিটের এই ছবিতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইন্দ্রাশিস রায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সুদীপ্তা চক্রবর্তী প্রমুখ। উৎসবে বেঙ্গলি প্যানোরামা বিভাগে ৯ নভেম্বর রবীন্দ্র সদনে সন্ধে সাড়ে ছটায় এবং ১২ নভেম্বর রাধা স্টুডিয়োয় সন্ধে সাড়ে ছটায় দেখানো হবে ছবিটি।

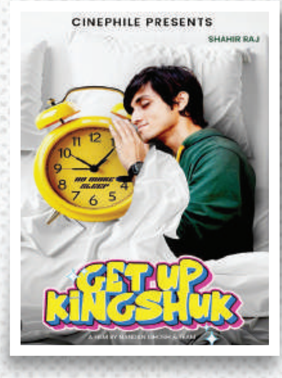

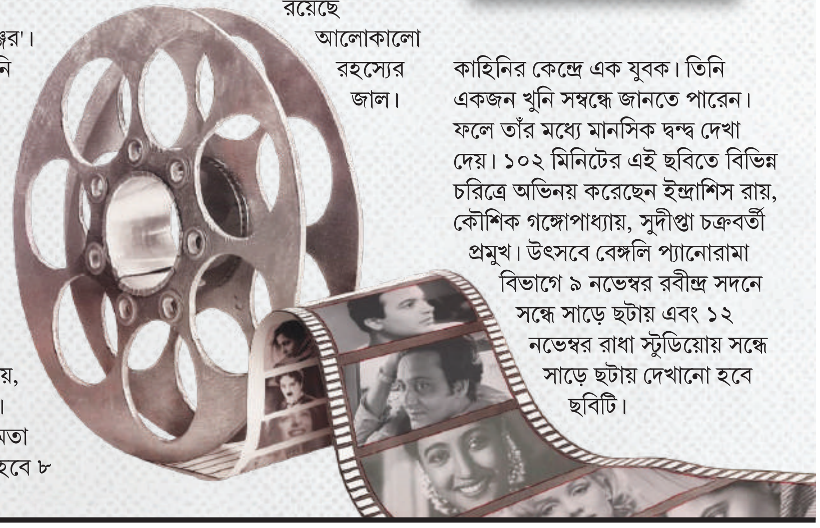

ডব্লুপিএল নিলামের আগে বিশ্বকাপের প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট দীপ্তি শর্মাকে ছেড়ে দিল ইউপি ওয়ারিয়জ

রাহুল-পন্থ ব্যর্থ, সেঞ্চুরি জুরেলের

সেঞ্চুরির পথে জুরেল।

বেঙ্গালুরু, ৬ নভেম্বর : ঋষভ পন্থ দলে ফিরলেও, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজে প্রথম একাদশে থাকার দাবিটা জোরালো হল ধ্রুব জুরেলের। বৃহস্পতিবার ভারত এ দলের হয়ে খেলতে নেমে, দক্ষিণ আফ্রিকা এ দলের বিরুদ্ধে ঝকঝকে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছেন জুরেল। তাঁর ১৭৫ বলে অপরাজিত ১৩২ রানের অনবদ্য ইনিংসের সৌজন্যে, প্রথম ইনিংসে সব উইকেট হারিয়ে ২৫৫ রান তুলতে পেরেছে ভারত এ।

বেঙ্গালুরুতে আয়োজিত ম্যাচে প্রথম ব্যাট করতে নেমে, ৮৬ রানেই ৬ উইকেট হারিয়েছিল ভারত এ। অভিমন্যু ঈশ্বরণ শূন্য রানে আউট হন। কে এল রাহুল প্যাভিলিয়নে ফেরেন ১৯ রান করে। রান পাননি পন্থও। তিনি ২৪ রান করে আউট হন। টেস্ট স্কোয়াডে থাকা দুই বিশেষজ্ঞ ব্যাটার সাই সুদর্শন (১৭) এবং দেবদত্ত পাড়িক্কলও (৫) হতাশ করেন।

কঠিন পরিস্থিতিতে টেলএন্ডারদের নিয়ে পাল্টা লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন জুরেল। তাঁকে চমৎকার সঙ্গ দেন কুলদীপ (২০ রান) ও মহম্মদ সিরাজ (১৪ রান)। প্রসঙ্গত, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে গত টেস্ট সিরিজেও সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন জুরেল। এদিন যেন সেখান থেকেই ব্যাট করা শুরু করেছিলেন তিনি। আগামী কাল ম্যাচের দ্বিতীয় দিন।

কিউয়িদের জয়

অকল্যান্ড : ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩ রানে হারিয়ে সিরিজে সমতা ফেরাল নিউজিল্যান্ড। বৃহস্পতিবার প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৫ উইকেটে ২০৭ রান তুলেছিল কিউয়িরা। মার্ক চ্যাপম্যান মাত্র ২৮ বলে ৭৮ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে দেন। টিম রবিনের অবদান ২৫ বলে ৩৯। এছাড়া ড্যারিল মিচেলের ১৪ বলে অপরাজিত ২৮ রান উল্লেখযোগ্য। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ২০৪ রানের বেশি তুলতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ।

আজব বিজ্ঞপ্তি

কাবুল : ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা বা অতীত সাফল্য নয়, কোচ হওয়ার জন্য থাকতে হবে রসবোধ। জানতে হবে মাইক্রোসফট অফিস! নতুন কোচ চেয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে আফগানিস্তান বোর্ড। আর সেই বিজ্ঞপ্তিতে কোচ হওয়ার জন্য যে-সব গুণের কথা বলা হয়েছে, সেই তালিকায় রয়েছে এই দু'টি শর্ত। আপাতত রশিদ খানদের হেড কোচের দায়িত্ব পালন করছেন জোনাথন ট্রট। তাঁর সঙ্গে চুক্তি রয়েছে ২০২৬ সালের টি-২০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত।

রক্ষা বার্সার, জিতল সিটি

ব্রুগস, ৬ নভেম্বর : একটা দলের বাজেট ১০০ কোটি ইউরোর কাছাকাছি। প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মাত্র ১৫ কোটি! অথচ সেই অসম লড়াইয়ে তারকাখচিত বার্সেলোনা আর একটু হলেই হেরে যাচ্ছিল ক্লাব ব্রুগার কাছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ম্যাচে তিন-তিনবার পিছিয়ে পড়েও, কোনও রকমে ৩-৩ ড্র করেছেন লামিনে ইয়ামালরা।

শুধু কাগজ-কলমেই নয়, পারফরম্যান্সের নিরিখেও ক্লাব ব্রুগার থেকে এগিয়ে থেকে মাঠে নেমেছিল বার্সা। কাতালান জায়ান্টরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে অলিম্পিয়াকোসকে ৬-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছিল। অন্যদিকে, বেলজিয়ান ক্লাব শেষ ম্যাচে ০-৪ গোলে হেরেছিল বায়ার্ন মিউনিখের কাছে। কিন্তু ঘরের মাঠে শুরু থেকেই টানা আক্রমণ শানিয়ে বার্সেলোনাকে চাপে ফেলে দেয় ব্রুগা। ম্যাচের ৬ মিনিটে ব্রুগাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন নিকোলা ট্রেসোল্ডি। যদিও দু'মিনিটের মধ্যেই ১-১ করে দিয়েছিল বার্সেলোনা। গোলদাতা ফেরান তোরেস। ১৭ মিনিটে ফের এগিয়ে যায় বেলজিয়ান ক্লাব। এবার প্রতি আক্রমণ থেকে গোল করে ব্রুগাকে এগিয়ে দিয়েছিলেন কার্লোস ফোর্বস। এরপর আক্রমণের ঝড় তুলেও, প্রথমার্ধে সমতা ফেরাতে পারেনি বার্সেলোনা। এরই মধ্যে অবশ্য দুলস কুন্দের শট পোস্টে লেগে ফিরে এসেছিল। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য ইয়ামালের গোলে ২-২ করে দিয়েছিল বার্সা। মাঝমাঠে বল ধরে বিপক্ষের দুই ফুটবলারকে কাটিয়ে ইয়ামাল পাস বাড়ান তোরেসকে। এরপর তোরেসের থেকে পাল্টা পাস পেয়ে নিখুঁত প্লেসিংয়ে বল জালে জড়ান। কিন্তু ৬৩ মিনিটে ফের গোল করে ব্রুগাকে ৩-২ গোলে এগিয়ে দিয়েছিলেন ফোর্বস। যদিও ৭৭ মিনিটে ব্রুগার ক্রিস্টোস জলিসের আত্মঘাতী গোলে হার বাঁচায় বার্সেলোনা। এদিকে,

গোল করছেন ইয়ামাল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য একটি ম্যাচে ম্যাঞ্চস্টার সিটি ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে। পুরনো ক্লাবের বিরুদ্ধে গোল পেলেন আর্লিং হালান্ড। তবে জোড়া গোল করে ম্যাচে নায়ক আরেক সিটি তারকা ফিল ফোডেন। ২২ মিনিটে ফোডেনের গোলেই এগিয়ে গিয়েছিল ম্যান সিটি। ২৯ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন হালান্ড। ৫৭ মিনিটে ফোডেন ৩-০ করেন। ৭২ মিনিটে ভালদেমার অ্যান্টনের গোলে ১-৩ করেছিল ডর্টমুন্ড। কিন্তু সংযুক্ত সময়ে সিটির চতুর্থ গোলটি করেন রায়ান চেরকি।

অন্যদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্যান্য ম্যাচে গালাতাসারে ৩-০ গোলে হারিয়েছে আয়াখসকে। অ্যাটলেটিকো বিলবাও ১-২ গোলে হেরেছে নিউক্যাসল ইউনাইটেডের কাছে। ইন্টার মিলান ২-১ গোলে হারিয়েছে কাইরাতকে। বেনফিকা ০-১ গোলে হেরেছে লেভারকুসেনের বিরুদ্ধে।

আমরা ঠিক করেছিলাম ট্রফি যেতে দেব না : হরমনপ্রীত

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : আমরা ঠিক করেছিলাম ট্রফি দেশের বাইরে যেতে দেব না। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করে বললেন হরমনপ্রীত কৌর। দেশের মাঠে বিশ্বকাপ জিততে তাঁর দল যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল সেটাও বলেছেন মহিলা ক্রিকেট দলের অধিনায়ক।

২০০৫ ও ২০১৭-তে ফাইনালে উঠে হেরে গিয়েছিলেন ভারতের মেয়েরা। কিন্তু এবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে এতদিনের অপেক্ষার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কথা বলার সময় হরমনপ্রীত আরও জানান, এই বিশ্বকাপ আমাদের জন্য খুব স্পেশাল। যখন দেখলাম টুর্নামেন্ট ভারতে হচ্ছে তখনই ঠিক করে নিই যে ট্রফি দেশের বাইরে যেতে দেব না। আমরা নিজেদের উপর বিশ্বাস রেখেছিলাম। আমরা আপনার সঙ্গে সময় কাটাতে

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে হরমনপ্রীত

পেরে খুব খুশি হয়েছি। রাষ্ট্রপতি হরমনপ্রীতের দলকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, তাঁরা বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস তৈরি করেছেন। ভারতীয় কোচ অমল মুজুমদার বলেন এই জয় শুধু ভারতীয় দলের জয় নয়, প্রতিটি ভারতীয়ের জয়। জেমাইমা রডরিগেজ পুরুষ দলের সঙ্গে আর্থিক দিক থেকে সমতা ফোরানোর জন্য ও মেয়েদের প্রিমিয়ার লিগ করার জন্য বোর্ডের প্রশংসা করেছেন। তিনি জানান, তাঁরা যখন ভারতীয় ক্রিকেটকে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে তুলে দেবেন তখন এই ঐতিহ্য বজায় থাকবে।

মেসির মুখে বিশ্বকাপ

মায়ামি, ৬ নভেম্বর : আগামী বছরের বিশ্বকাপ খেলবেন কি না, সেটা এই মুহূর্তে প্রশ্ন। লিওনেল মেসি অবশ্য সাফ জানাচ্ছেন, একবার বিশ্বকাপ ট্রফিটা মুঠোয় নেওয়ার পর, তাঁর প্রাপ্তির ঝুলিটা পুর্ণ। মায়ামির এক অনুষ্ঠানে মেসির হাতে শহরের প্রতীকী চাবি তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর মতো অতিথিরাও। এতেই মেসির সাক্ষাৎকার নেন শহরের মেয়র ফ্রান্সিস সুয়ারেজ। ২০২২ সালের বিশ্বকাপ জয়ের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল? মেসি বলেছেন, খেলোয়াড় হিসাবে বিশ্বকাপ জেতার থেকে বড় সাফল্য আর কিছুই হয় না। সত্যি কথা বলতে কী, কাপ মুঠোয় নেওয়ার অনুভূতি ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। আসলে বিশ্বকাপ জেতার পর জীবনে আর কিছুই চাওয়ার থাকে না।

অভিষেককে তালিম দিয়ে কোচিং শিখেছি : যুবি

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : অভিষেক শর্মার উত্থানের পিছনে যুবরাজ সিংয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। অভিষেক নিজেও তা বারবার স্বীকার করেন। টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট এবং ওয়ান ডে অধিনায়ক শুভমন গিলও তাঁর কাছে তালিম নিয়েছেন। আর এই কাজ করতে করতেই কোচিংয়ের খুঁটিনাটি তিনি শিখেছেন বলে দাবি যুবির।

এক সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন তারকা অলরাউন্ডার বলেছেন, গত ৪-৫ বছর ধরে নিজের ব্যাটিং নিয়ে অনেক পরিশ্রম করেছে অভিষেক। লোকে গত ৮-৯ মাসের কথা বলছে। অভিষেককে নিয়ে মাতামাতি করছে। কিন্তু তার পিছনে বছরের পর বছর ধরে কতটা পরিশ্রম রয়েছে, সেটা অনেকেই জানেন না।

যুবরাজ আরও বলেছেন, শুরুতে আমি শুভমন ও অভিষেকের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতাম। তখনও পুরোপুরি অবসর নিইনি। আমি তো বলব, অভিষেকের সঙ্গে কাজ করতে করতে আমি নিজেও কোচিংয়ের খুঁটিনাটি জেনে গিয়েছি। কোচ হতে গেলে কী কী করতে হয়। বা একজন মেন্টরের দায়িত্ব কী। সেগুলো সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা তৈরি হয়েছে। যুবরাজের সংযোজন, ওদেরকে তালিম দিতে গিয়ে আমি নিজেও শিখেছি, একজন উঠতি প্রতিভাকে কীভাবে সাহায্য করতে হয়। যে ওয়ার্ক এথিক আপনারা এখন অভিষেকের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন, সেটা কিন্তু কয়েক মাসের নয়। গত ৫-৬ বছর ধরেই প্রক্রিয়াটা চলছে।

এএফসি এশিয়ান কাপ টু-র ম্যাচে
আল নাসেরের কাছে ০-৪ গোলে হার এফসি গোয়ার

যুব ফুটবলে ভারতসেরা বাংলা

বিজয়ী দলকে অভিনন্দন ক্রীড়ামন্ত্রীর

প্রতিবেদন : দশ বছরের অপেক্ষার অবসান। অনূর্ধ্ব ১৪ সাবজুনিয়র জাতীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন বাংলা। সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়ে বছর শুরু হয়েছিল বঙ্গ ফুটবলের। বছরের শেষে এসে ছোটদের ফুটবলেও ভারতসেরা বাংলার ছেলেরা। জাতীয় ফুটবলে বাংলার শ্রেষ্ঠত্বের মুকুটে আরও এক পালক। বৃহস্পতিবার অমৃতসরে ফাইনালে দিল্লিকে ৩-০ গোলে হারাল বাংলা। গোটা টুর্নামেন্টে গোলের মধ্যে থাকা মোহনবাগানের সাগ্নিক কুণ্ডু ফাইনালে হ্যাটট্রিক করে। চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলের প্রথম একাদশে নিয়মিত প্রতিনিধিত্ব করেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের 'বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি'-র পাঁচ ফুটবলার। ভারতসেরা হওয়ার জন্য বাংলা দলের খেলোয়াড়, কোচ, সাপোর্ট স্টাফ এবং কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

বাংলা দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কীর্তি গড়ল বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির পাঁচ খুদে ফুটবলার অতনু মুর্মু (মিডফিল্ডার), উরচিন সাহা (গোলকিপার), সবুজ মণ্ডল (সেন্টার ব্যাক), সৌম্যদীপ বারুই (সেন্টার ব্যাক) এবং সুমন গুঁই (গোলকিপার)। তাদের নিয়ে উচ্ছ্বসিত ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। অভিনন্দনবার্তায় তিনি লিখেছেন, ফাইনালে দিল্লিকে হারিয়ে ১০ বছর পর আবার ছোটদের ফুটবলে ভারতসেরা হল বাংলা। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির পাঁচ ফুটবলার অনূর্ধ্ব ১৪ জাতীয় সাবজুনিয়র ফুটবল প্রতিযোগিতায় নিয়মিত প্রথম একাদশে প্রতিনিধিত্ব করেছে। ভারতসেরা হওয়ার জন্য বাংলার খেলোয়াড়, কোচ, সাপোর্টিং স্টাফ এবং কর্মকর্তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। একইসঙ্গে শুভেচ্ছা রইল অনূর্ধ্ব ১৪ ফুটবলারদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য। জয় ভারত, জয় বাংলা। মোহনবাগানের সাগ্নিক ফাইনালে হ্যাটট্রিক-সহ টুর্নামেন্টে মোট ১০টি গোল করেছে। টুর্নামেন্টে আরও একটি হ্যাটট্রিক রয়েছে তার। মোহনবাগানের ছ'জন ফুটবলার রয়েছে বাংলা দলে। বাগানের আর এক ফুটবলার সিধু সোরেন করে ৩টি গোল।

ট্রফি নিয়ে অনূর্ধ্ব ১৪ জাতীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন বাংলা দল। বৃহস্পতিবার অমৃতসরে।

রিচাকে পুলিশে চাকরির প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বিশ্বকাপে ঝড় তুলেছিলেন রিচা ঘোষ। তাঁকে এবার পুলিশে চাকরির প্রস্তাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্য সরকারের এই প্রস্তাব পেয়ে রিচার পরিবার অত্যন্ত খুশি। তবে তাঁরা রিচার শিলিগুড়িতে ফেরার জন্য অপেক্ষা করছেন। শুক্রবার একদিনের জন্য শিলিগুড়ির কন্যা শহরে ফিরেছেন। তাঁকে বিমানবন্দর থেকে বাড়িতে নিয়ে আসবেন ভক্তদের সঙ্গে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবও। এদিকে, একদিন শিলিগুড়িতে থেকেই ভারতীয় উইকেটকিপারকে কলকাতায় আসতে হবে। শনিবার বিকেল পাঁচটায় সিএবিতে রিচাকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সিএবি কর্তারা আশা করছেন, তিনি রিচার এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে থাকবেন। রাতের দিকে জানা গেল মুখ্যমন্ত্রী রিচার সংবর্ধনায় সম্ভবত থাকবেন। এদিকে, অনুষ্ঠানে সোনার ব্যাট ও বল দিয়ে শিলিগুড়ির মেয়েকে সম্মানিত করবে সিএবি। ব্যাট ও বলে স্বাক্ষর থাকবে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও ঝুলন গোস্বামীর। সৌরভ নিজে বিশ্বকাপ ফাইনাল খেললেও ট্রফি হাতে তুলতে পারেননি। ঝুলনও তাই। দুই মহাতারকা তাই রিচাকে নিয়ে আবেগে ভাসছেন। সৌরভ রিচাকে আরও এগিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে ভারতীয় দলে রায়ান

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : ভারতীয় দলের জার্সিতে এবার দেখা যাবে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলা রায়ান উইলিয়ামসকে। বেঙ্গালুরু এফসি-র হয়ে খেলেন অস্ট্রেলীয় স্ট্রাইকার। তাঁর হাতে ভারতীয় পাসপোর্ট তুলে দিয়ে স্বাগত জানালেন ক্লাব সতীর্থ সুনীল ছেত্রী। রায়ানের সঙ্গে বাংলাদেশ ম্যাচের জন্য বেঙ্গালুরুতে জাতীয় শিবিরে যোগ দিচ্ছেন নেপালে জন্মানো ভারতীয় ডিফেন্ডার অবনীত ভারতী। শুক্রবার থেকে বেঙ্গালুরুতে অনুশীলন শুরু হচ্ছে খালিদ জামিলের দলের। রায়ানের মা অড্রে মুম্বইয়ে এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান পরিবারে জন্মেছিলেন। মাস ছয়েক আগে ভারতীয় দলের হয়ে খেলার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন রায়ান। পাসপোর্ট হাতে পাওয়ার পর এখন শুধু অস্ট্রেলিয়ার ফুটবল ফেডারেশন থেকে ছাড়পত্র আসার অপেক্ষা। জাতীয় শিবিরে কোচ খালিদ জামিলকে সন্তুষ্ট করতে পারলে এবং এনওসি হাতে পেলেই বাংলাদেশ ম্যাচ খেলতে দলের সঙ্গে ঢাকায় যাবেন রায়ান। ভারতীয় পাসপোর্টধারী ২৭ বছরের সেন্টার ব্যাক অবনীত বলিভিয়ার ক্লাবে খেলছিলেন।

আজ নজরে টেন্ডার

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : এবারের আইএসএলের ভবিষ্যৎ জানা যেতে পারে শুক্রবার। ভারতীয় ফুটবলপ্রেমীদের চোখ আজ দিল্লির ফুটবল হাউসে। আইএসএলের বাণিজ্যিক স্বত্ব কার হাতে থাকবে, তা জানতে শুক্রবারই টেন্ডার খোলা হবে। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ সময় আজ সন্ধ্যা সাতটায়। এরপরই টেন্ডার পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ফেডারেশনের। কিন্তু আশঙ্কার ব্যাপার, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও দরপত্র জমা পড়েনি ফেডারেশনের কাছে। তবু ফেডারেশন কর্তারা আশায়। ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এম সত্যনারাণ বললেন, আমরা নিশ্চিত শুক্রবার শেষ দিনেই টেন্ডার জমা পড়বে। তবে বিড ওপেন হলেও আমরা হয়তো সিদ্ধান্ত জানাব শনিবার। টেন্ডারের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এফএসডিএল প্রশ্নমালা রাখলেও ফেডারেশনের কয়েকটি জবাবে সন্তুষ্ট নয় তারা। এখন দেখার শেষ পর্যন্ত এফএসডিএল দরপত্র জমা দেয় কি না।

বাংলার নেতৃত্বে সুদীপ

প্রতিবেদন : শাহবাজ আহমেদ রাজি না হওয়ায় রেলওয়েজের বিরুদ্ধে রঞ্জি ট্রফির ম্যাচে বাংলাকে নেতৃত্ব দেবেন সুদীপ ঘরামি। অভিষেক পোড়েল ভারত 'এ' দলে সুযোগ পাওয়ায় ফের চলতি রঞ্জি মরশুমে বাংলার নতুন অধিনায়ক। সুরাটে রেলওয়েজ ম্যাচের প্রস্তুতি শুরু করল বাংলা।

যুবভারতীর হকি স্টেডিয়াম উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

বৃহস্পতিবার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহ থেকে ভার্চুয়ালি যুবভারতীর হকি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উপরে আন্তর্জাতিক মানের নতুন হকি স্টেডিয়াম।

খুশি অরূপ বিশ্বাস

প্রতিবেদন : অপেক্ষার অবসান। কলকাতার বুকে ভারতের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগেই গড়ে ওঠে বিবেকানন্দ যুবভারতী হকি স্টেডিয়াম। বৃহস্পতিবার ধনধান্য প্রেক্ষাগৃহে ৩১তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে ভার্চুয়ালি যুবভারতীর আন্তর্জাতিক হকি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়-সহ অন্যরা। শুক্রবার দুপুর দেড়টায় নবনির্মিত স্টেডিয়াম পরিদর্শন করবেন ক্রীড়ামন্ত্রী।

২২ হাজার দর্শকাসনের হকি স্টেডিয়াম নির্মাণে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২০ কোটি টাকা। স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক মানের সিন্থেটিক টার্ফ, দু'টি অত্যাধুনিক সুসজ্জিত ড্রেসিংরুম, আর্দেন গ্যালারি, ভিভিআইপি এবং ভিআইপি বক্স, ওয়ার্ম আপ জোন, আম্পায়ার ও ভিডিও আম্পায়ারস রুম, ভিডিও অ্যানালিস্ট রুম-সহ বিভিন্ন পরিকাঠামো। টিভি সম্প্রচারের জন্য আধুনিক ভেনু পরিচালনা কেন্দ্র, প্রেস কর্নার, মিক্সড জোনও থাকছে। কলকাতায় এতদিন ছিল না আন্তর্জাতিক মানের হকি স্টেডিয়াম। ছিল না ভাল মানের অ্যাস্ট্রোটার্ফও। অথচ একটা সময় কলকাতা তথা বাংলাই ছিল ভারতীয় হকির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। ২০২১ সালে এই আক্ষেপ ঘোচানোর উদ্যোগ নেয় রাজ্য সরকার। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের এক নম্বর গেট সংলগ্ন মাঠে অ্যাস্ট্রোটার্ফ-যুক্ত আন্তর্জাতিক মানের হকি স্টেডিয়াম তৈরি হয়।

আইসিসি টি-২০ র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যাটারদের তালিকায় শীর্ষেই থাকলেন অভিষেক শর্মা। পরের দুটি জায়গায় রয়েছেন ফিল সল্ট ও তিলক ভার্মা

টি-২০ বিশ্বকাপ

ফাইনালের ভাবনায় ঘুরেফিরে সেই আমেদাবাদ

মুম্বই, ৬ নভেম্বর : আগামী বছরের টি-২০ বিশ্বকাপের ভেন্যু কার্যত চূড়ান্ত করে ফেলেছে বিসিসিআই। বোর্ড সূত্রের খবর, আপাতত কলকাতা, আমেদাবাদ, দিল্লি, চেন্নাই ও মুম্বই— এই পাঁচটি শহরকে বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি ভেন্যুতে হবে ছ'টি করে ম্যাচ। দু'বছর আগে ভারতের মাটিতে আয়োজিত ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনাল হয়েছিল আমেদাবাদে। টি-২০ বিশ্বকাপ ফাইনালেরও ভেন্যুর দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে আমেদাবাদ।

প্রসঙ্গত, ভারতের পাশাপাশি বিশ্বকাপের আয়োজক শ্রীলঙ্কাও। তবে সে-দেশের কোথায় কোথায় ম্যাচ হবে, তা এখনও চূড়ান্ত নয়। তবে একটি সেমিফাইনাল পাবে শ্রীলঙ্কা। সেটা হতে পারে কলম্বোয়। এদিকে, পাকিস্তান বোর্ড আবার জানিয়েছে, তারা ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচ খেলবে না। সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের সব ক'টি ম্যাচ হবে শ্রীলঙ্কার মাটিতে।

বিসিসিআই আগেই জানিয়েছিল, মেয়েদের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ যে-সব মাঠে হয়েছে, তারা টি-২০ বিশ্বকাপের কোনও ম্যাচ পাবে না। ফলে গুয়াহাটি, বিশাখাপত্তনম, ইন্দোর এবং নবি মুম্বইয়ের নাম ভেন্যুর তালিকায় নেই। তবে বেঙ্গালুরু ও লখনউ বিশ্বকাপের ম্যাচ পেতে আগ্রহী। যদিও বিসিসিআই খুব বেশি মাঠে বিশ্বকাপের ম্যাচ করাতে চাইছে না।

বোলাররাই এগিয়ে দিলেন ভারতকে

ভারত ১৬৭-৮ (২০ ওভার), অস্ট্রেলিয়া ১১৯ (১৮.২ ওভার)

কারারা, ৬ নভেম্বর : চতুর্থ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়াকে ৪৮ রানে হারিয়ে টি ২০ সিরিজে ২-১-এ এগিয়ে গেল ভারত। শিবম দুবে ও ওয়াশিংটন সুন্দর বল হাতে ভারতের জয়ের রাস্তা গড়ে দিয়েছেন। শিবম দুই ওভারে দুই উইকেট নিয়েছেন। মিচেল মার্শ ও টিম ডেভিড তাঁর শিকার। আগের ম্যাচে ওয়াশিংটনকে যেখানে বলই দেওয়া হয়নি, এদিন তিনি ১.২ ওভারে ৩ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। তবে ব্যাটে-বলে ভাল করে ম্যাচের সেরা হন অক্ষর প্যাটেল। বুমরা ৪ ওভারে ২৭ রান দিয়ে একটি উইকেট নিয়েছেন।

ভারত ১৬৭-৮ তোলার পর অস্ট্রেলিয়ার সামনে মোটামুটি সহজ টার্গেট ছিল। কিন্তু ৩৭ রানে ম্যাথু শর্টকে (২৫) অক্ষর বোল্ড করে দেওয়ার পর নিয়মিত উইকেট হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। মিচেল মার্শ সবথেকে বেশি ৩০ রান করেছেন। বাকিরা পরপর আউট হয়েছেন। জস ইনগ্লিশ ১২, টিম ডেভিড ১৪, জস ফিলিপ ১০, মার্কাস স্টয়নিস ১৭ রানে আউট হয়েছেন। অনেকদিন বাদে ফিরে গ্লেন ম্যাক্সওয়েল বরুণের বলে ফিরে যান ২ রান করে। এরপর বেন ডারসুইস ৫, জেভিয়ার বার্টলেট ০, অ্যাডাম জাম্পা ০ রানে আউট হয়েছেন। ১৯ বল বাকি থাকতেই ইনিংস শেষ হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার।

ব্যাটারদের ব্যর্থতার মধ্যেও শিবম, ওয়াশিংটন জয়ের পথ সহজ করেছেন। একটি করে উইকেট নেন অর্শদীপ, বুমরা, বরুণ। কিন্তু জিতে সূর্যরা সিরিজে এগিয়ে গেলেও অনেকগুলি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। সঞ্জু স্যামসনকে সরিয়ে ওপেনিংয়ে এসে শুভমন এই নিয়ে ১১টি টি ২০ ম্যাচে ২৩০ রান করেছেন। তাঁকে ভবিষ্যতের টি ২০ অধিনায়ক ভাবা হচ্ছে। কিন্তু ব্যাটে রান কোথায়? অভিষেক শর্মা ১৬ ম্যাচে ৭৩৩ রান করলেও তাঁর উপর দল বোধহয় বেশি ভরসা করছে। আর সূর্য কেন জানি ফর্ম হারিয়ে বসেছেন। কিন্তু এরপরও রিঙ্কু সুযোগ পাচ্ছেন না। নীতীশের চোট ছিল। চতুর্থ ম্যাচে তাঁকেও খেলানো হয়নি। টিম ম্যানেজমেন্ট বোধহয় বুঝেই উঠতে পারছে না যে কোনটা সেরা একাদশ হতে পারে!

গোল্ড কোস্টে লোকে ঘুরতে আসে। এখানে ক্রিকেটের সঙ্গে ঘোরাও হয়ে গেল অনেকের। কিন্তু ভারতীয়দের জন্য ব্যাপারটা আরও বেশি উপভোগ্য হল জয়ের জন্য। আসলে ২০ ওভারে ১৬৮-৮ মোটেই ভাল স্কোর নয়। আর কারারা স্টেডিয়ামের উইকেট এমন কিছু ছিল না যে ভারতীয় ব্যাটিং এত সাদামাটা হবে। অ্যাডাম জাম্পা আর নাথান এলিস তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন। এতে একটা জিনিস স্পষ্ট। আলাদা করে এই উইকেট স্পিনার বা সিমারদের সাহায্য করেনি।

৩ রানে ৩ উইকেট। ওয়াশিংটনকে সূর্যর অভিনন্দন।

অভিষেক শর্মা ও শুভমন গিল ৫৬ রান তুলে ফেলার পর ভারত প্রথম উইকেট হারিয়েছে। অভিষেক ২৬ ও শুভমন ৪৬ রান করেছেন। এছাড়া শিবম দুবে ২২, সূর্যকুমার যাদব ২০, তিলক ভার্মা ৫, জিতেশ শর্মা ৩ ও ওয়াশিংটন সুন্দর ১২ রান করেছেন। এতে একটা জিনিস খুব স্পষ্ট যে ভারতীয় ব্যাটাররা উইকেটে থিতু হয়ে তারপর আউট হয়েছেন। যখন মনে হচ্ছিল এদের মধ্যে কেউ বড় রান করবেন তখনই উইকেট দিয়ে চলে গিয়েছেন।

অভিষেক সিরিজের শুরুটা ভাল করে এখন তাড়াতাড়ি ফিরছেন। শুভমন সেই এশিয়া কাপ থেকে খারাপ ফর্মে রয়েছেন। এদিন তিনি যখন বড় রান করতে যাচ্ছেন তখনই উইকেট দিয়ে গেলেন এলিসকে। আড়াআড়ি শট খলতে গিয়ে বোল্ড হয়ে যান। তবে সূর্য বেশ ভাল শুরু করেছিলেন। কিন্তু ১০ বলের ইনিংস শেষ হয়ে গেল বার্টলেটের বলে। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট এদিন শিবমকে উপরে তুলেছিল। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি।

জিতেশ আগের দিন সামান্য ক'টা বল খেললেও ব্যাটে-বলে করতে পেরেছিলেন। তাই এদিন সঞ্জু স্যামসনকে বাইরে রেখে তাঁকে নিয়ে খেলতে নেমেছিল ভারত। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। মাত্র চারটি বল খেলেছেন জিতেশ। অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন টিকেছিলেন ৭ বল। তবু ইনিংসের শেষদিকে অক্ষর ২১ রান করে নট আউট থেকে গেলেন। ১১ বলের ইনিংসে ১টি চার ও ১টি ছক্কা।

তিলক ধারাবহিকভাবে ব্যর্থ হচ্ছেন। শিবমের ভূমিকা কোথায় ব্যাটিং না বোলিংয়ে বোঝা যাচ্ছে না। ওয়াশিংটন মাঝেমাঝে কিছু অবদান রেখে যাচ্ছেন। না হলে বলার মতো নয়। কিন্তু ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট তবু রিঙ্কু সিংয়ের মতো ম্যাচ উইনারকে বাইরে রেখে দিয়েছে। কুলদীপও যথারীতি বাইরে। আর অক্ষর নিয়মিত রান করছেন তবু তাঁকে অনেক পিছনে নামানো হয়েছে।

স্কোরবোর্ড

ভারত : অভিষেক ক ডেভিড বো জাম্পা ২৮ (২১), শুভমন বোল্ড এলিস ৪৬ (৩৯), শিবম দুবে বোল্ড এলিস ২২ (১৮), সূর্যকুমার ক ডেভিড বো বার্টলেট ২০ (১০), তিলক ক ইংলিশ বো জাম্পা ৫ (৬), জিতেশ এলবিডব্লু বো জাম্পা ৩ (৪), ওয়াশিংটন ক কুনেম্যান বো এলিস ১২ (৭), অক্ষর নট আউট ২১ (১১), অর্শদীপ ক ফিলিপ বো স্টইনিস ০ (১), বরুণ নট আউট ১ (১)। অতিরিক্ত: ৯। মোট (২০ ওভারে ৮ উইকেটে): ১৬৭ রান। বোলিং: ডারশুইস ৪-০-৩১-০, বার্টলেট ৪-০-২৬-১, এলিস ৪-০-২১-৩, স্টইনিস ৪-০-৪১-১, জাম্পা ৪-০-৪৫-৩।

অস্ট্রেলিয়া : মার্শ ক অর্শদীপ বো দুবে ৩০ (২৪), শর্ট এলবিডব্লু বো অক্ষর ২৫ (১৯), ইংলিশ বোল্ড অক্ষর ১২ (১১), ডেভিড ক সূর্য বো দুবে ১৪ (৯), ফিলিপ ক বরুণ বো অর্শদীপ ১০ (১০), স্টইনিস এলবিডব্লু বো ওয়াশিংটন ১৭ (১৯), ম্যাক্সওয়েল বোল্ড বরুণ ২ (৪),ডারশুইস বোল্ড বুমরা ৫ (৭), বার্টলেট ক ও ব ওয়াশিংটন ০ (১), এলিস নট আউট ২ (৫), জাম্পা ক শুভমন বো ওয়াশিংটন ০ (১)। অতিরিক্ত: ২। মোট (১৮.২ ওভারে অল আউট): ১১৯ রান। বোলিং: অর্শদীপ ৩-০-২২-১, বুমরা ৪-০-২৭-১, বরুণ ৪-০-২৬-১, অক্ষর ৪-০-২০-২, দুবে ২-০-২০-২, ওয়াশিংটন ১.২-০-৩-৩।

তবু ব্যাটারদের পাশেই অধিনায়ক

গোল্ডকোস্ট, ৬ নভেম্বর : চতুর্থ টি-২০ ম্যাচে জিতে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেলেও, ভারতীয় ব্যাটিং নিয়ে খুশি নয় ক্রিকেটমহল। সূর্যকুমার যাদব যদিও জয়ের কৃতিত্ব দিলেন ব্যাটারদের!

ম্যাচের পর ভারত অধিনায়ক বলেছেন, ব্যাটারদের কৃতিত্ব দিতেই হবে। এটা ২০০-২২০ রানের উইকেট ছিল না। বল পিচে পড়ে ধীর গতিতে ব্যাটে আসছিল। পাওয়ার প্লে-তে শুভমন ও অভিষেক খুব স্মার্ট ব্যাটিং করেছে। পিচ যে মন্থর, সেটা ওরা দ্রুত বুঝে গিয়েছিল। এছাড়া প্রত্যেক ব্যাটারই কিছু না কিছু রান করেছে। ব্যাটিংয়ে আমরা কমপ্লিট টিম এফোর্ট দেখিয়েছি।

পাশপাশি বোলারদের প্রশংসা করে সূর্য আরও বলেন, আমাদের ফিল্ডিংয়ের সময় মাঠে শিশির পড়ছিল। তবে বোলাররা পরিস্থিতির সঙ্গে দারুণভাবে মানিয়ে নিয়েছে। অসাধারণ বল করেছে। আমাদের দলে এমন অলরাউন্ডার রয়েছে, যাকে দিয়ে আপনি ২-৩ ওভার বল করাতে পারেন। আজ যেমন শিবম দুবে দুটো গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়েছে। ওয়াশিংটন সুন্দর আবার পুরো দু'ওভারও বল করতে পারেনি। কিন্তু তিনটে উইকেট নিয়েছে। অক্ষর প্যাটেল তো ব্যাটে-বলে অনবদ্য। আমাদের দলে নমনীয়তা রয়েছে। যে কেউ দলের প্রয়োজনে এগিয়ে এসে পারফর্ম করে দেয়।

৪৬ রানেই আটকে গেলেন শুভমন।

এদিকে, ব্যাট হাতে ১১ বলে অপরাজিত ২১ রান করার পর, বল হাতে ২০ রানে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন অক্ষর। তাঁর বক্তব্য, আমি সাত নম্বরে ব্যাট করতে নেমেছিলাম। ততক্ষণে পিচের চরিত্র নিয়ে একটা ধারণা পেয়ে গিয়েছি। অন্য ব্যাটাররাও বলছিল, বল পিচে পড়ে ব্যাটে আসছে না। উইকেট কিছুটা মন্থর হলেও, আচমকা বল বাড়তি বাউন্সও করেছে।

অক্ষর আরও বলেছেন, আমি দলের প্রয়োজনে যে কোনও পজিশনে ব্যাট করতে তৈরি। বল করার সময়ও প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের দুর্বলতা মাথায় রেখেছিলাম। ব্যাটাররা তুলে মারতে চাইলে মিডল স্টাম্পে বল রাখি। গুড লেংথ, ৫-৬ সেন্টিমিটার লেংথেও বল করতে পারি প্রয়োজনে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে গেলে তখন ফুল লেংথে বল রাখি।

চাপে ধাওয়ান, রায়না

নয়াদিল্লি, ৬ নভেম্বর : বেটিং অ্যাপ মামলায় বিপাকে সুরেশ রায়না ও শিখর ধাওয়ান। তাঁদের ১১.১৪ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। অনলাইন বেটিং প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা ও আর্থিক তছরুপের অভিযোগে তদন্তে নেমে ধাওয়ান ও রায়নাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল ইডি। বেটিং অ্যাপের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে রায়না ও ধাওয়ানের এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রায়নার প্রায় ৬ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকার মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ এবং ধাওয়ানের ৪.৫ কোটির স্থাবর সম্পত্তি। অভিযোগ, সবকিছু জেনেশুনেই তাঁরা ওই অনলাইন বেটিং অ্যাপের প্রচারে অংশ নিয়েছিলেন।

কামিন্স-উবাচ

মেলবোর্ন : চোটের জন্য অ্যাসেজের প্রথম টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছে। তবে প্যাট কামিন্স আশাবাদী, দ্বিতীয় টেস্টের আগেই ফিট হয়ে হবেন। ৪ ডিসেম্বর ব্রিসবেনে দিন-রাতের টেস্ট। কামিন্স বলছেন,আগের থেকে অনেকটাই ফিট হয়ে উঠেছি। যতটা প্রত্যাশা করেছিলাম, তার থেকেও বেশি। নেটে বোলিংও শুরু করেছি। আশা করি, পারথে প্রথম টেস্ট চলাকালীনই পুরোপুরি ফিট হবেন। তবে মাঠে না নামা পর্যন্ত একশো শতাংশ নিশ্চিত হওয়া যায় না।